ভূমিসূক্ত ঃ কাব্য ও পরিবেশভাবনার প্রেক্ষাপটে

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যো ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ।।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

অথর্বসংহিতার (শৌনকশাখা) দ্বাদশ কাণ্ডে একটি দীর্ঘ পৃথিবী বিষয়ক (১২/১) সূক্ত আছে যা ভূমিসূক্ত নামেও বৈদিক সমাজে প্রসিদ্ধ। এই অত্যাশ্চর্য ও ভিন্নতর স্বাদের দীর্ঘ সূক্তটির আলোচনায় অন্ততঃ দু'টি স্পষ্ট রূপরেখা পাঠকমাত্রই অনুভব করেন। একদিকে এর স্বাভাবিক নির্মল কাব্যরূপ, অন্যদিকে জৈব-বৈচিত্র্যের গাঢ়-গন্ধে ভরপুর, পরিবেশ চেতনায় ঋদ্ধ এক প্রাচীন কবির মুগ্ধ প্রপঞ্চন। এজন্য ভূমিসূক্তের কাব্যরূপ ও পরিবেশ ভাবনার বিশ্লেষণ অবশ্যই জরুরী — কিন্তু তার আগে সামান্য ভূমিকা প্রয়োজন।

বেদার্থমনন একটি বিস্তৃত, জটিল প্রক্রিয়া। জটিলতার উৎস ভাষার প্রাচীনত্ব, অনুবর্তনের বিচ্যুতি ইত্যাদি। এজন্যে প্রাচীন আচার্যরা 'একদিকে' **'ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ'** বলে দিকনির্দেশ করেছেন—অন্যদিকে ছয়বেদাঙ্গ ধরে এর আধিযাজ্ঞিক, আধিদৈবিক ও কিছুটা আধ্যাত্মিক বেদ ব্যাখ্যাতে প্রাণিত হতে নির্দেশ করেছেন। এই দিকনির্দেশের বহু ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও ঐ কারণেই বেদার্থের ফ্রেমে বন্দী হয়ে যাওয়ার সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করা যায় না। ফলতঃ ঋতম্ভরা বাকের 'যাজ্ঞদৈবত' স্বরূপ নিয়ে আমরা যত উচ্চকিত— ততটা এর প্রাকৃতিক, কাব্যিক, এমনকি বিজ্ঞানচিন্তার সংগুপ্ত বীজগুলি সম্পর্কে অবহিত হই না। আধুনিক যুগের ধুরন্ধর পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা পর্যন্ত এর ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ভাষাতাত্ত্বিক কণাগুলিকে তুলনাত্মক প্রেক্ষাপটে মেলে ধরেছেন, নানা ভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণের পসরা সাজিয়েছেন, অথচ তাঁরাও কাব্য বা বিজ্ঞানভাবনাকে গুরুত্ব দেন নি। সেজন্যে যখন শ্রীঅরবিন্দ অনির্বাণ, গৌরী ধর্মপাল প্রমুখ কেউ কেউ যখন একে বলেন "বেদের প্রথম পরিচয় সে হল কাব্য" বা "বেদ চিরন্তন মানুষের অমর কাব্য*"

* "Lyrical Epic of the soul in its immortal ascention" – **Arabinda, *'on the Veda'***। এ বিষয়ে অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া অতিসহজ কাজ। আর স্বয়ং বেদই এর পক্ষে সাক্ষ্য দেবে—**"দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি"**। দেবতার অমর কাব্য দেখো যা মরে বা জীর্ণ হয় না।

তখন জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আমাদের ভ্রূ কুঁচকে ওঠে— অবিশ্বাসের, সন্দেহের, যুক্তিজাল মস্তিষ্ককে আলোড়িত করে; কেননা ছয়বেদাঙ্গে যে বেদের কাব্য-শাস্ত্রীয় পরিচয় অনুপস্থিত, কেননা প্রাচ্যের সায়ণ কিংবা পাশ্চাত্যের মাক্স ম্যূলর এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি।

এই ঘাটতি সহৃদয়-সংবেত্তাদের দৃষ্টি এড়ায় নি, তাঁরা এনিয়ে মনঃকষ্টে ভুগেছেন; তাঁদেরই একজন রাজশেখর সম্ভবতঃ সায়ণের আগেই খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে তার কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে পূর্বাচার্যদের সাক্ষ্য মেনে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে—অলংকার শাস্ত্রের তত্ত্ব ছাড়া বেদার্থমনন অসম্ভব।* অতএব অলংকার শাস্ত্রকে 'সপ্তম বেদাঙ্গ' হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। তাঁর শ্রদ্ধেয় প্রতিবাদ অলংকার শাস্ত্রের বেদাঙ্গকৌলীন্যপ্রত্যাশায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এমনভাবা ঘোরতর অনুচিত । ঋগ্বেদে কবি শব্দটি, মনে রাখতে হবে শতাধিক বার বিঘোষিত হয়েছে এবং বেদের একটি প্রসিদ্ধ মন্ত্র বলছে **'গিন্যা বচাংসি'**র গূঢ় (ঋ-৪.৩.১৬) অর্থ আমাদের অতি সন্নিহিত হলেও আমরা দেখেও দেখিনা, শুনেও শুনিনা অথচ অমর দৈবীকাব্য কখনো মৃত বা জীর্ণ হলনা** **'অক্ষীয়মাণমুৎসং শতধারম্'** হয়ে ঝরে পড়ছে শতশত বছর ধরে। আনন্দের, আশার কথা আধুনিক যুগে শ্রীঅরবিন্দ, অনির্বাণদের অভিঘাতে জারিত হচ্ছেন বেদালোচকগণ, কবিকে কেবল বৃদ্ধ 'ঋষি' না বানিয়ে সৌন্দর্য প্রেমী কবি

"বেদের কবিতা, পৃ-১১ (ভূমিকা) অধ্যাপিকা ধর্মপালের সমগ্র গ্রন্থটিতেই বৈদিক কাব্যস্বরূপ আস্বাদনের সুযোগ আছে।

***উপকারত্বাদলংকারঃ সপ্তমমঙ্গমিতি যাযাবরীয়াঃ। ঋতে চ তৎস্বরূপপরিজ্ঞানাদ্ বেদার্থানবগতিঃ**—কাব্যমীমাংসা, ২য় পরিচ্ছেদ।

** **উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্ উত ত্বঃ শৃন্বন্ ন শৃনোত্যেনাম্। ঋগ্বেদ ১০/৭১/৪; অন্তি সন্তং ন জহাতি অন্তি সন্তং ন পশ্যতি। দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি।।** অথর্ব-১০/৮/৩১

*** এন. জে. শেণ্ডে :- বেদে কবি ও কবিতা (হিন্দি), সূর্যকান্ত—অথর্ববেদ : কাব্যমীমাংসা (হিন্দি) এবং 'An Analysis of Bhūmisūkta', উষা চৌধুরী—Myth, Magic and poetry in the AV, সরোজা নারাঙ্গ—Figure of Speech in the AV; তারকনাথ অধিকারী—অথর্ব বেদের ভূমিসূক্ত ও রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী—একটি তুলনাত্মক বিশ্লেষণ; Figurative Expressions and Poetic Beauty of some Hymns of the AV : An Approach of Reconstruction.

হিসেবেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।*** বেদের উপেক্ষিত 'কাব্যরূপ' এদের হাত ধরে সহৃদয় সংবেত্তাদের কাছে নবনবরূপে উপস্থিত হচ্ছে। ক্রান্তদর্শী কবির কাব্য-সত্য বেদের সংহিতাভাগে ছত্রে ছত্রে আবিষ্কার করা সম্ভব (অধ্যাপিকা ধর্মপাল ও শেষের গ্রন্থ এব্যাপারে পথপ্রদর্শক হতে পারে)। সে কাব্য অলংকারের চমকিত দীপ্তিতে উজ্জ্বল যেমন, তেমনি গভীর কথার, প্রগাঢ় সত্যের ব্যঞ্জনাময় ধ্বনিকাব্যে সূক্তে সূক্তে প্রোদ্ভাসিত। ভূমির কাব্য পরিচয়ে দেখছি ঋষি অথর্বার ভূমিসূক্তের আগেও ঋগ্বেদে একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার পৃথ্বী (মাত্র তিনটি মন্ত্রের) সূক্ত (ঋক্. ৫/৮৪) আছে। ঋগ্বেদে দ্যাবাপৃথিবী বহুস্তুত হলেও শুধু পৃথিবীর উদ্দেশে ভূমিপুত্র ঋষি অত্রি এককভাবে পৃথিবীকে ঐটুকু স্তুতিই উপহার দিয়েছেন। ঐ মণ্ডলে অন্যত্র অবশ্য পৃথিবীকে মাতৃরূপে উপাসনা করে তার বক্ষে নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজেছেন কবি ভৌম অত্রি। (**মা নো মাতা পৃথিবী, পৃথিবী দুর্মতৌ ধাৎ**। ৫/৪২/১৬)। সেখানে কবির বৃষ্টিঝরা, মেঘমণ্ডিত, বনস্পতিরক্ষক অর্জুনী পৃথিবীর কোল বড় প্রিয় (**উরৌ দেবা অনির্বাধে স্যাম**। ঋক্-৫/৪২/১৭) এই অভাব হয়তো ষোলকলায় পূর্ণ হয় অথর্বার ভূমিসূক্তে।

অথর্ববেদের ভূমিসূক্তের ঋষি প্রাচীন কবি অথর্বা। ঋগ্বেদ ছাড়াও অথর্ববেদের প্রায় ১৫০০ মন্ত্রের রচনাকার অথর্বাসম্প্রদায়। সংহিতার নামকরণে পর্যন্ত সংবৃত হয়ে আছে তার নাম। ভূমিসূক্তে মন্ত্রের সংখ্যা ৬৩। দীর্ঘসূক্তে ছন্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। বেদের গায়ত্র্যাদি প্রধান সাতটি ছন্দের ব্যবহার তো আছেই—তাছাড়া মিশ্রছন্দের ব্যবহার প্রচুর। সবচেয়ে কমব্যবহার গায়ত্রীর (মাত্রদু'টি)। সবচেয়ে বেশী ব্যবহার অনুষ্টুপের (১৮টি)। ১৪-১৫টি জগতী ছন্দ এবং ৯-১০টি মিশ্র ছন্দের ব্যবহার আছে। (এজন্য সূক্তের মূল আরম্ভ দ্রষ্টব্য) । প্রায় প্রতিমন্ত্রে ছন্দোবদলের বৈচিত্র্যে বিস্মিত হতে হয়। সংশয়বাদীরা অবশ্য মনে করেন এই কবিতা একাধিক সময়ের, একাধিক কবির সংযোজিত রূপ, নইলে এত ছন্দোদোলা কিসের!

অথর্ববেদের বিষয়বস্তু নিয়ে যথেষ্ট চাপানউতোরের জটিলতা আছে। সায়ণ নিজে ঋগ্বেদের ব্যাখ্যায় যে বিশ্লেষণের বৈদগ্ধ্য, শ্রম, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা

ইত্যাদি অধ্যাপক ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য ঃ- (কয়েকটি প্রবন্ধ) A Poetic Study of the Rgveda (Mandalas III, VI, IX) এছাড়া আরো গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে নানাসংকলনে।

দেখিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, তাঁর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেই বলতে হয় অথর্বসংহিতার ভাষ্যে সেই নিষ্ঠা বা সংহত চিন্তা প্রতিফলিত হয়নি। এমনকি অনেকগুলি কাণ্ডের (অংশতঃ অষ্টম, সম্পূর্ণ নবম ও দশম, দ্বাদশ থেকে ষোড়শ কাণ্ড পর্যন্ত সায়ণভাষ্য নেই) ভাষ্য পর্যন্ত করেন নি। (এখানে উল্লেখ্য ভূমিসূক্তেরও সায়ণভাষ্য নেই)। পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিতজন সায়ণানুসারী হয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অথর্বসংহিতাকে কুহক, ম্যাজিক, আভিচারিক ক্রিয়াকর্মের হাতিয়ার ভেবেছেন। একেবারে আধুনিক কিছু গবেষণা অবশ্য অন্যকথা বলে।

এসব সত্ত্বেও কয়টি আথর্বণসূক্ত নিয়ে প্রাচ্যপাশ্চাত্ত্যের বুধমণ্ডলী উচ্ছ্বসিত ও আপ্লুত তাদের সর্বাগ্রে অথর্ববেদের 'ভূমিসূক্ত'। এখানে সামান্য সংযোজন প্রয়োজন। সূক্তটির নাম 'ভূমিসূক্ত' না 'পৃথিবীসূক্ত' সে নিয়ে কোনো কোনো মহলে কৌতূহল আছে। উত্তর সহজ। দুটি নামই বৈদিকসম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ। অবশ্য সায়ণ নিজে '**পৃথ্বীসূক্তমেতৎ**' বলে উল্লেখ করেছেন। সংজ্ঞা হিসেবে ভূমি শব্দ পৃথিবী (পৃথ্বী) র চেয়ে প্রাচীনতর। ভূ=অর্থ 'যাতে সব হচ্ছে বা হবে' (**'ইয়ং বৈ ভূমিরস্যাং স ভবতি যো ভবতি** (শত. ব্রা. ৭/২/১/১১)। ক্ষিতিশব্দও আশ্রয় অর্থে প্রাচীন। √ক্ষি=বাস করা (**অয়ং বৈ লোকঃ সুক্ষিতিরস্মিন্ হ লোকে সর্বাণি ভূতানি ক্ষিয়ন্তি**।। শত. ব্রা. ১৪/১/২/২৪)। অন্যদিকে পৃথিবী শব্দ বিস্তারবাচী √প্রথ্ ধাতু থেকে জাত—যা ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে (**তদ্ভূমিরভবৎ তামপ্রথয়ৎ সা পৃথিব্যভবৎ**। শত. ব্রা, ৬/১/১/১৫)। ভৌম অত্রি প্রাচীন ঋষি, ঋষি অথর্বাও প্রাচীন। অতএব ভূমিসংজ্ঞা মনে হয় উৎসগতভাবে প্রাচীন। তবে সূক্তে দু'টি সংজ্ঞাকেই সমার্থক বলে ধরে নিতে অসুবিধে হয় না।

ভূমিসূক্তের যে প্রথমরূপটি প্রাচীন নবীন পণ্ডিত রসসংবেত্তা সকলকে স্পর্শ করে, তাহল এর-সহজ স্বতোৎসারিত কাব্যসৌন্দর্য। সায়ণও মনে হয় এর কাব্যগুণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন; বলেছেন-**প্রভূতনিসর্গবর্ণনম্**'। অনির্বাণ অত্যন্ত অবেগমথিত হয়ে বলেন—"ভূমিসূক্ত যা পৃথিবীসূক্তরূপে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে অতুলন, বোধহয় পৃথিবীর কোনো সাহিত্যেই এর জুড়ি নেই" (দ্র. বেদমীমাংসা; ১ম খণ্ড, পৃ-৬৭)। তিনি ৩য় খণ্ডে এই সূক্তের অধিকাংশ মন্ত্রের অনুবাদ করেছেন। অধ্যাপিকা ধর্মপালের সম্পূর্ণ পদ্যানুবাদ আছে স্ব-ভাষ্যসহ।

অধ্যাপক এস. কে. বালী* এমন কি স্বয়ং ব্লুমফিল্ড পর্যন্ত ভূমিসূক্তের কাব্যসৌন্দর্যে মোহাবিষ্ট।** ব্লুমফিল্ডের মন্তব্যের তাৎপর্য অন্য দিক থেকেও বোঝা যায়। বেদে যেখানে দেববন্দনার প্রাচুর্য এবং বিশেষণের ছড়াছড়ি—সেই সব প্রচলিত দেবতাদের কেউ এসূক্তের দেবতা নন। আলগাভাবে দেখলে ভূমি সূক্তে কোনো দেবতাই নেই। ভূমিমাতার অতুল বৈভবে মুগ্ধ এক সন্তানের আবেগাপ্লুতবন্দনাএর প্রধান উপজীব্য। পৃথিবী তাঁর মাতা, তিনি পৃথিবীর পুত্র (**মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ।** অথর্ব, ১২/১/১২) কিংবা **'সা নো ভূমির্বিসৃজতাং মাতা পুত্রায় পয়ঃ'** (অথর্ব ১২/১/১০) (সে ভূমি-মা দুধ ঝরান মোদের/আমার জন্য, আমি যে পুত্র। অনু, ধর্মপাল, বেদের কবিতা, পৃ.-১১৩) । মাতা-পুত্রের সম্পর্ক পৃথিবীতে ঘনিষ্ঠতম-সম্বন্ধ; সেই সম্বন্ধে ঋষি পৃথিবীর আত্মীয়তা চেয়েছেন—এই সরল, সহজিয়া কবিত্ব তাই সকলকে স্পর্শ করে।

বসুন্ধরা মায়ের অসীম বৈচিত্র্য বর্ণনা করার আগে ঋষির সত্যদৃষ্টি অনুভব করে পৃথিবীর অস্তিত্ব নির্ভর করে কতকগুলি মৌলিক নীতির উপর। প্রথমমন্ত্রেই তাই বলেছেন **'সত্যং বৃহদ্ ঋতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি'** (অথর্ব - ১২/১/১), বৃহৎ সত্য (বিপুল অস্তিত্বের সত্যতা) **উগ্র** ঋত=ওজস্বী সচল মহাজাগতিক নিয়ম যার জন্যে বিশ্বজগৎ সদা সচল, **দীক্ষা**=কর্মের প্রেরণা, **তপঃ**=কর্ম, **ব্রহ্ম**=কর্মও শক্তির উৎস, **যজ্ঞ**=ত্যাগ ব্রতে উদ্দীপ্ত অনুষ্ঠান। তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে আজও এই মৌলিক নীতিগুলিই পৃথিবী তথা বিশ্বজগতের চালিকাশক্তি। শুধু আত্মপরতা আত্মধ্বংসেরই নামান্তর। সত্যদ্রষ্টা কবির অনুভবে আমরা বিনত হই। এই পৃথিবীর কতরূপ! তিনি বীর্যবতী ওষধিসমূহের ধারণ কর্ত্রী (১২/১/২), নদী-সমুদ্র-শস্যে-ফসলে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী (১২/১/৩)। পৃথিবী সবদিয়ে আমাদের লালনপালন করছেন (**যা বিভর্ত্তি বহুধা প্রাণদ্‌এজৎ,** ১২/১/৪)। এই পৃথিবীতে কত মানুষের উত্থান-

* "The whole proposition converts the bhūmisūkta into a piece of great Vedic poetry". S.K. Bali, ***An Analysis of Bhūmisūkta*** (A paper in the Book, HCSA, P-349).

** "The hymn is one of the most attractive and characteristic of the Atharvan, rising at time to poetic conception of no mean merit and comparatively free from the stock artificialities of the Vedic poets", *M. Bloomfield The Secred Books of the East, Vol. XLII, p-639*

পতন, দেবতারা একসময় অসুর অর্থাৎ অশুভ শক্তিদেরকে পরাহত করে পৃথিবী রক্ষা করেছেন; ইন্দ্র তাদের নেতা। হিরণ্যবক্ষা সম্পদময়ী এই ধরণীর কোলে শুধু মানুষ নয় গো, অশ্ব, অন্যসব পশুপাখী নিশ্চিন্ত আশ্রয় পায় (১২/১/৫, ৬)। দেবতাদের অতন্দ্র প্রহরাতে মধুময় পৃথিবীর স্বাদ তার সন্তান ভোগকরে (**সা নো মধু প্রিয়ং দুহামথো উক্ষতু বর্চসা।** ১২/১/৭)। সহজপ্রকাশ, স্বভাবোক্তি অলংকারের কাব্যরসে জারিত এসব মন্ত্র। এ পৃথিবী একসময় লীন ছিল সমুদ্রে। বহু মানুষের চেষ্টায় আজকে তার এইরূপ—অথচ পৃথিবীর হৃদয়ের অমৃত সত্যে ঢাকা, সে হৃদয় এখনো শূন্যে রহস্যময় হয়ে আবৃত। অশ্বিযুগলের নির্মাণে, বিষ্ণুর কল্যাণে ইন্দ্রের বীর্যে এই পৃথিবী অমৃতক্ষরা হয় বলে -ঋষির অনুভব (১২/১/১০)। গিরিঅরণ্য ঘেরা শ্যামলা, চঞ্চলা অথচ ধ্রুবা পৃথিবীর বিচিত্ররূপ এঁকে গেছেন কবি। (১২/১/১১) সেখানে নির্মাকুশলী বিশ্বকর্মারা যজ্ঞের প্রস্তুতি নেন, উজ্জ্বল যূপকাষ্ঠ প্রোথিত হয়, আহুতির পুণ্যে বর্ধমানা পৃথিবী সুন্দরী হয় (১২/১/১৩) কাব্যময়সবমন্ত্র। এ পৃথিবীতে হিংসা আছে, বিদ্বেষ আছে, হত্যার হাতিয়ারও ঝলসে উঠে—অথচ পঞ্চজনেরা (সাধারণ মানুষ) এখানেই বাস করে সুখে দুঃখে। মধুময় বচন ঢেলে পৃথিবী (**বাচো মধু পৃথিবি ধেহি মহ্যম্,** ১২/১/১৬) অচলা হয়ে, সুখদা হয়ে চিরকাল তার সমস্ত সন্ততিদের সকল দ্বেষ থেকে মুক্ত করুক—সতত এই প্রার্থনা সহজ কবিতা হয়ে, পরিবেশ ধর্মী হয়ে বারবার উৎঘাটিত হয়েছে। (**হিরণ্যস্যেব সংদৃশি মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন।** ১২/১/১৮)। ভৌম অথর্বা অসুন্দরের হাত থেকে পৃথিবীকে মুক্ত হবার প্রার্থনা জানিয়েছেন (১২/১/৪১)। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ শিশির বসন্ত ঋতুর রাত্রিদিনে একএক ভাবে সেজে উঠে সে উপভোগ্য হয় (১২/১/৩৬)। এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করি কবি রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধকরা সেই ছয় ঋতুর গান—**'বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে। স্থলেজলে নভোতলে বনে উপবনে নদীনদে গিরিগুহা পারাবারে'**। ঋতুরঙ্গের সেই চিরন্তনী উৎসবের গান কবি পৃথিবী সূক্তে শুনিয়েছেন। এর বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য, গ্রাম্য আরণ্য পশু, অকরুণ বিদ্বেষের, হিংসার রূপটি মনে রেখেও আনন্দগান গেয়ে গেছেন। একালের কবি রবীন্দ্রনাথের **'পৃথিবী'** কবিতাতে ও পৃথিবীর একটি নির্মোহ রূপ আছে।*

* পত্রপুট কাব্যের তৃতীয় কবিতা 'পৃথিবী'। দীর্ঘকবিতাতে কবি পৃথিবীর মন্দভালোর বিপ্রতীপ রূপটি নিপুণ দক্ষতায় এঁকেছেন 'বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে' ইত্যাদি বলে।

তাকে প্রণাম জানান কবি—'আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী'। শেষমন্ত্রে অথর্বারও অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন-'ভূমে মাত নির্ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্'। (১২/১/৬৩)। তিনি পৃথিবীর কাছে নীরোগ, দীর্ঘ আয়ু প্রার্থনা করেন (১২/১/৬২)। রবীন্দ্রনাথ কমবয়সে 'বসুন্ধরা' লিখেছিলেন (দ্রঃ সোনারতরী কাব্য রচনাকাল, ১৩০০ বঙ্গাব্দ) এবং অপরাহ্ণ বেলায় 'পৃথিবী' রচনা করেছেন (দ্র. পত্রপুট কাব্য, রচনাকাল ১৩৪২ বঙ্গাব্দ)। দুটি কাব্যের সঙ্গেই পৃথিবী সূক্তের অদ্ভুত মিল আছে। অবশ্য পৃথিবী কবিতায় অপরাহ্ণ বেলার বিষণ্ণতা স্পষ্ট। অন্যদিকে অথর্বা শেষপর্যন্ত চিরতরুণ, স্নেহান্ধ মুগ্ধভক্ত পৃথিবীর। ঐ দুটি কবিতার সঙ্গে 'ভূমি সূক্তের' তুলনাত্মক সহ-পাঠ যেকোনো কাব্যরসিকের কাছে আনন্দরসের ভাঁড়ার হতে পারে।**

পরিবেশ—পৃথিবীসূক্তের আরো একটি প্রেক্ষিত আধুনিককালে গুরুত্ব পাচ্ছে তাহল এর পরিবেশচেতনা। বিংশশতকের শেষপাদ ও একবিংশতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সংযুক্ত ময়দানব মানুষের জীবনকে একদিকে যেমন সবদিক থেকে উপভোগ্য করছে—সমৃদ্ধতর করেছে, বহু কালান্তক রোগশোক থেকে মুক্তি দিয়েছে অন্যদিকে তেমনি জৈব বৈচিত্র্যের আধার এই পৃথিবীর মাটি, বৃক্ষলতা, গাছপালা পশু পক্ষীকে ক্রমাগত আঘাত করে তার সঙ্গে ক্রমাগত দূরত্ব তৈরী করেছে। এর শুরু অবশ্য পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লব থেকে। মানুষের স্বার্থে কলকার-খানা, শিল্প তৈরী হয়েছে; বাকিরা অপাঙ্‌ক্তেয়। বিশ্বব্যাপী এই লোলুপতার আগ্রাসনে পৃথিবীর বৃক্ষলতা, জল, বন, প্রাণীদের ক্রমাগত অবলুপ্তি ঘটেছে। ফলশ্রুতি হিসেবে বন্যা, খরা, পরিবেশদূষণ। পরিবেশের অন্তর্গত জল, বায়ু, মাটি থেকে আকাশের OZONE স্তর পর্যন্ত কলুষিত। আর আজ এসব বুমেরাং হয়ে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে বসেছে। জীব-বৈচিত্র্যের (Bio-diversity) যে ঠাসবুনোটে পৃথিবীর প্রকৃত অস্তিত্ব (সত্য, ঋত, দীক্ষা, যজ্ঞ ইত্যাদি) সেই জালই ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন সতত তাই উন্নয়নের শর্তে জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্যকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে; রবীন্দ্রনাথের 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর'— বাণীর তাৎপর্য অরণ্যে রোদন করেছে এতদিন। তাই মানুষের তৈরী ফ্রাঙ্কেষ্টাইন আজ স্রষ্টার হন্তারক হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই মৃত্যুখাদে দাঁড়িয়ে বোধহয় পিছনে ফিরে তাকানো দরকার আত্মরক্ষার তাগিদে। কিন্তু পরিবেশ দূষণের মুক্তি কি প্রাচীন সাহিত্য বা ভূমিসূক্ত দিতে পারে? বিজ্ঞানপ্রযুক্তির হাত ধরে আগত লোভরাক্ষসীর মরণ-ভোমরার কৌটো প্রাচীন সাহিত্যে বা ভূমিসূক্তে লুকানো নেই। বিজ্ঞানকেই একাজে এগোতে হবে, কেননা প্রাচীনকালে বর্তমানের পরিবেশদূষণের সমস্যা ছিলনা। কিন্তু পরিবেশ-চেতনার যে স্পর্শমণি হারিয়ে মানুষের বিবেক, নীতিবোধ বাস্তব-বোধ বিসর্জিত হয়েছে—আজ সেই পরিবেশের অন্তর্গত বৃক্ষলতা, অরণ্য, পশু-পাখী কীট-পতঙ্গ, জলাভূমির প্রতি প্রীতি পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে। মানুষের মতোই পৃথিবীর সব বস্তুই সমান গুরুত্বপূর্ণ, এই চৈতন্যকে ফিরিয়ে আনতে, প্রাকৃতবোধকে জাগিয়ে তুলতে পিছনে ফিরতে হবে। হিংসার, লোভের, স্বার্থপরতার, গৃধ্নুতার জগৎ থেকে যথাসম্ভব পৃথিবীকে আপন করে নিতে পৃথিবীসূক্তের দ্বারস্থ হতে হবে। শ্রদ্ধাবান হয়ে তার সমগ্রতাকে গ্রহণ করার উদারতা অর্জন করতে হবে — এই পরিবেশ চৈতন্যই 'আগ্রাসন' থেকে সংযত রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ভূমিসূক্তে পৃথিবীর পদার্থসকল ও প্রাণিজগতের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক ও আত্মিক নৈকট্যই এর পরিবেশপ্রীতির মুখ্য দিক। পাশ্চাত্যের আগ্রাসীকৃষ্টি (culture of agression) নয়, প্রাচ্যের শ্রদ্ধাকৃষ্টিই (culture of reverence) এই অন্তরঙ্গতার অন্তর্গত সূত্রধার। এ পৃথিবী অথর্বা কবির কাব্যে কেবল ভোগ্যভূমি বা অচেতন লৌহ-লোষ্ট্রের স্তূপ নয়, সে স্নেহময়ী মাতা, সন্তানবৎসলা ধেনুর মতো (১২/১/১২,৪৫)। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য দরকার (অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি,পর্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ। গীতা ৩/১৪) সেই খাবার প্রস্তুত করতে পৃথিবীকে কর্ষণ করেই ফসল ফলাতে হবে। চাই বৃষ্টি। এই বাস্তবতা কবিও জানেন। অথচ পৃথিবীর বুকে লাঙ্গল চালানো হলে ভূমিমাতা যে কষ্ট পাবেন এ অনুভব কবিকে ব্যথিত করে, তিনি প্রায় ক্ষমার ভাষায় ভূমির কাছে জানান এজন্যে যেন পৃথিবীর হৃদয় ব্যথিত না হয়

** এ বিষয়ে বর্তমান গ্রন্থকারের একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ আছে—'অথর্ব বেদের ভূমিসূক্ত ও রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী ঃ একটি তুলনাত্মক বিশ্লেষণ'। (Proceedings of 2nd Sanskrit conference, B.U., 1999, Page 97-103). অনির্বাণ এবং ধর্মপাল বসুন্ধরা কাব্যটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। পৃথিবী কবিতার উল্লেখ করেন নি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে পৃথিবী কবিতাটিও সমান তুলনার যোগ্য।'

মা তে হৃদয়মর্পিষম্। ১২/১/৩৫)। প্রকৃতিকে কতটা **(মা তে মর্ম বিমৃগ্বরি** মা তে হৃদয়মর্পিষম্। ১২/১/৩৫)। প্রকৃতিকে কতটা ভাবলে এমন অনুভব ঘটে তা বলাই ভালোবাসলে, কতটা চৈতন্যোপহিত ভাবলে এমন অনুভব ঘটে তা বলাই ফিরে যাই। তাঁর বাহুল্য। মুহূর্তে আমরা যেন কালিদসের শকুন্তলা নাটকে ফিরে যাই। তাঁর প্রকৃতি-প্রেমকে যথার্থরূপে বুঝতে পারি। নির্বিচারে বনকেটে বসতি কিংবা কলকারখানা, পাহাড়ভেঙ্গে খনিজ-আহরণ,পশুপাখী, কীটপতঙ্গের নির্বিচারে ধ্বংসের উপরে দাঁড়ানো-সভ্যতা যে ঋতকে টলিয়ে দিয়েছে তা আজ জলের মতো সহজ। আগ্রাসনের সভ্যতা সহাবস্থানের কৃষ্টিকে ভুলে যাচ্ছে যখন, তখন অথর্বা কবির পৃথিবীপ্রীতি, শ্রদ্ধা এক অতি প্রয়োজনীয় আহ্বান। কবি রবীন্দ্রনাথের ('পৃথিবী' কবিতার) মতোই অথর্বা এখানে ছয় ঋতুর লীলা প্রত্যক্ষ করেন, (১২/১/৩৬) এখানে একদিকে মানুষে মানুষে নিয়মিত যুদ্ধ (১২/১/৪১ **(যুধ্যন্তে যস্যাম্)**, অন্যদিকে সেই উৎপ্লুতির মধ্যেও পাঁচ জনের বাস প্রত্যক্ষ করেন। এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের জন্যে ফসলের ঢেউ **(যস্যামন্নং ব্রীহিযবৌ।** ১২/১/৪১) সর্প, বৃশ্চিক, পোকামাকড়ের বিচরণ ক্ষেত্র, কিংবা হেমন্তে তাদের দীর্ঘঘুম (১২/১/৪৬), যেখানে ভালোমন্দের গরিব-বড়লোকের, সমানভাবে অবস্থান (১২/১/৪৮)। এখানে মানুষখেকো হিংস্র বাঘ সিংহ সবই ঘুরে বেড়ায় **(সিংহাঃ ব্যাঘ্রাঃ পুরুষাদশ্চরন্তি।** ১২/১/৪৯) এ তাদের জন্মগত অধিকার। ভূতপ্রেত, গন্ধর্ব, কিন্নরী, পাখ-পাখালি চরে বেড়ায় (১২/১/৫০-৫১) মানুষে মানুষে যুদ্ধ আবার মিলন (১২/১/৫৬) এ নিয়েই পৃথিবী। কবিতার ছত্রে ছত্রে এই রূপই তো এর জৈববৈচিত্র্যকে স্মরণ করায়। ভৌমশুভাশুভ সম্পর্কে সচেতন কবি অথর্বা শেষপর্যন্ত তাই পৃথিবীর সবই মধুময় দেখেন, তাতেই আনন্দিত **(যদ্ বদামি মধুমত্তে বদামি যদীক্ষে তদ্ বনন্তি মা।** ১২/২/৫৮) প্রকৃতির এই যথার্থ কবিগণ যথা প্রাচীন অথর্বা, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ (কবিই বলছি), জীবনানন্দ, পশ্চিমের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীটস, এঁরা প্রকৃতির প্রতিটি অবয়বকে শ্রদ্ধা করেছেন তাই তার আত্মার বাণীকে নিজেদের হৃদয়ে ঝংকৃত হতে শুনেছেন—তাই তাঁরা ক্রান্তদর্শী সত্যদর্শী। পরিবেশ প্রীতির অনুরাগে মুগ্ধ এই কবিরা তাই বলেন— **"নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি স্নেহেন যা পল্লবম্"**। সমগ্র পৃথিবী সূক্ত তাই প্রকৃতি-মানুষের আত্ম-বন্ধনের কবিতা, মাতা ধরিত্রীর সঙ্গে স্নেহার্ত ভক্তের প্রীতিমুগ্ধতার সৌন্দর্য-লহরী। প্রকৃতির দিকে ফিরে তাকানোর কবিতা, আগ্রাসী কৃষ্টির বিপরীতে শ্রদ্ধা-কৃষ্টির কবিতা। পরিবেশ আর নন্দনতত্ত্বের মিথুনীকৃত এই অমরকাব্য তাই আজও **'ন মমার ন** জীর্যতি।

अथर्ववेदीयभूमिसूक्तम्

द्वादशकाण्डम् (१२/१)

अथर्वा ऋषिः। भूमिःदेवता। मन्त्राः—१ त्रिष्टुप्, २ भूरिक्, ४-६ जगती, ७ पङ्क्तिः, १० जगती, ८, ११ विराट्, ९ अनुष्टुप्, १० महापङ्क्तिजगती, १२-१३ १५ शक्करी, १४ महाबृहती, १६ त्रिष्टुप्, १८ शक्करी, १६-२० उरोबृहती।

मन्त्रः१ त्रिष्टुप् छन्दः। अथर्वा ऋषिः। भूमिः देवता

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु॥ ॥१॥

অন্বয়ঃ- বৃহৎ সত্যং (মহান সত্য) উগ্রম্ ঋতম্ (উগ্র ঋত) দীক্ষা (দীক্ষা) তপঃ (তপস্যা) ব্রহ্ম (সত্যজ্ঞান) পৃথিবীং ধারয়ন্তি (পৃথিবীকে ধারণ করে আছে)। সা পৃথিবী (সেই পৃথিবী) নঃ (আমাদের) ভূতস্য (পূর্বের) পত্নী (রক্ষাকারিণী) লোকং (ভবিষ্যৎ সমস্ত কালে) উরুং (বিস্তার) নঃ কৃণোতি (আমাদের জন্য করুক)।

বঙ্গানুবাদঃ- মহান সত্য, তেজস্বী ঋত, দীক্ষা, তপস্যা, জ্ঞান ও যজ্ঞ পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। সেই পৃথিবী আমাদের সমস্ত ভূত এবং ভবিষ্যতের পালিকা। সেই পৃথিবী আমাদের জন্য এই লোককে বিস্তৃত করুন।

Eng Trans :- Great truth, formidable right, consecration, penance, highest knowledge, sacrifice behold this earth. Let her for us mistress of what is and what is to be; – let the earth make for us wide space.

ভাবার্থদীপ ঃ অথর্ববেদের শৌনক সংহিতার দ্বাদশকাণ্ডের প্রথমসূক্ত ভূমিসূক্ত যা পৃথিবীসূক্ত নামেও প্রসিদ্ধ। বহুচ্ছন্দা এই সূক্তটিতে মোট মন্ত্রসংখ্যা ৬৩। ঋষি অথর্বা। দেবতা ভূমি বা পৃথিবী। পৃথিবীর নিসর্গবর্ণনই এই সূক্তের প্রধান প্রতিপাদ্য। প্রথম ঋক্‌টি ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দে রচিত। সূক্তটির কোনো সায়ণভাষ্য পাওয়া যায়নি। কৌশিক সূত্রানুসারে মুখ্যতঃ ভৌমকর্মে, বাস্তুরক্ষায় এই সূক্তের

বিনিযোগ হবে বলে ভাষ্যোপক্রমণীতে বলা হয়েছে*। পৃথিবী বন্দনার আরম্ভে ঋষি অথর্বা বলেছেন এই পৃথিবীকে ধারণ করে আছে কতকগুলি মৌলিক ধর্ম। তাহল বৃহৎ সত্যম্=সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করে আছে যে অবিনাশী বৃহৎ সত্তা, উগ্রম্ ঋতম্=তেজস্বী মহাজাগতিক নিয়ম যাকে আশ্রয় করে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র ও ইহ জগতের কর্মচক্র বহমান। দীক্ষা=কল্যাণের কামনায়, যজ্ঞারম্ভের পূর্বে অনুষ্ঠেয় যজমানের সংস্কার, সোমযাগের পূর্বে থাকে দীক্ষণীয়েষ্টি সংস্কার, এখানে আরো বৃহৎ অর্থে যে কোনো শুভকর্মের পূর্বে মানসিক সংকল্প। (**'ভদ্রমিচ্ছন্ত ঋষয়ঃ সর্ববিদস্তপো দীক্ষামুপনিষেদুরগ্রে**..... তৈ. সং - ৫.৭.৪.৩)। তপঃ এই শব্দ বেদে বহ্বর্থক। তপ্‌ধাতু থেকে উৎপন্ন। উষ্ণতা যা থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়। **'তপসোঽধ্যজায়ত'** এরকম উক্তি বেদে ব্রাহ্মণে বহু-শ্রুত। যেকোনো শুভকর্ম—এরূপ অর্থ করা যেতে পারে।

ব্রহ্ম— √বৃহ্+মনিন্ প্রত্যয় (বৃদ্ধ্যর্থক) করে ব্রহ্মন্ শব্দ। এরও বহু অর্থ। প্রাচীন অর্থ বৈদিকমন্ত্র (স্তোত্রশস্ত্র) (**উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ**-ঋক্—১।৩।৫) এখানে বৃহৎ বা বর্ধিত অর্থে গৃহীত। **যজ্ঞ**=দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ হল যাগ। লক্ষ্য হল ঐহলৌকিকও পারলৌকিক অভ্যুদয়। যজ্ঞ অনেকপ্রকার। ইষ্টি পশু, সোম ইত্যাদি। অতঃপর যে কোনো ত্যাগব্রত কর্মই যজ্ঞরূপে ব্যাখ্যাত হয়। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে পুরুষই হোতা, অধ্বর্যু, উদ্‌গাতা সব। নিজেই আহুতির পশু (**দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।** ঋক্ ১০/৯০/১৫) (তু. 'বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা'..... রবীন্দ্রনাথ), **'সা নঃ পৃথিবী ভূতস্য'** সেই পৃথিবী অতীতের **ভব্যস্য** ভবিষ্যতের পত্নী অধিশ্বরী, (পতি-অধীশ্বর, তার স্ত্রীলিঙ্গে পত্নী), **নঃ উরুং কৃণোতু** - আমাদের জন্য আরো বিস্তার করুন; আমাদের আবৃত করুন। ঋগ্বেদে ঋষি ভৌম বলছেন— **"উরৌ দেবা অনির্বাধে স্যাম"** (৫/৪২/১৭)।

---

* **'সম্প্রদায়ানুসারেণ তু সূক্তং বহুবিধং বিনিযুজ্যতে'**। (ভাষ্যোপক্রমণী-দ্বাদশকাণ্ড দ্রষ্টব্য) আগ্রয়ণী কর্ম, গ্রামপশুনাদি, রক্ষণ, ভৌমকর্ম ভূমিচলনে, পার্থিবমহাশান্তি কর্ম ইত্যাদি বহুবিধ কর্মে সূক্তটির বিনিয়োগ হবে।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

উরুম্ —√যাস্কের নিঘন্টুতে বহু অর্থে উরুশব্দের গ্রহণ আছে (নিঘ. ৩/১) বৃহৎ অর্থেও প্রসিদ্ধ।

কৃণোতু —• √কৃ+লোট্ প্রথম পুরুষ একবচন (বৈদিক প্রয়োগ) লৌকিকে করোতু।

ধারয়ন্তি — √ধৃ+লট্ অন্তি (ণিজন্ত)

পত্ন্যুরুম্ — পত্নী+উরুম্

॥২॥ ছন্দঃত্রিষ্টুপ্

অসংবাধং *বধ্যতো মানবানাং যস্যা উদ্বতঃ প্রবতঃ সমং বহু।
নানা বীর্যা ওষধীর্যা বিভর্তি পৃথিবী নঃ প্রথতাং রাধ্যতাং নঃ॥ ॥২॥

অন্বয় ঃ- যস্যাঃ (যাঁর) মানবানাং (মানুষের মধ্যে) উদ্ধতঃ প্রবতঃ (উঁচুনীচু ভাব) বহু (অনেক) অসংবাধং (বাধাহীন) বধ্যতঃ (পরস্পর বদ্ধ হয়ে) সমম্ (সমভাবে) যা পৃথিবী (যে পৃথিবী) নানা (বহুপ্রকার) বীর্যাঃ ওষধীঃ (বলবতী ওষধিসমূহ) বিভর্তি (ধারণ করে) (সেই পৃথিবী) নঃ (আমাদের) প্রথতাম্ (প্রথিত) নঃ (আমাদের) রাধ্যতাম্ (সমৃদ্ধ করুক)।

বঙ্গানুবাদ ঃ- যে (পৃথিবীর) মানুষদের মধ্যে উচ্চাবচ বহু (ভেদ) সত্ত্বেও পরস্পর তারা বাধাহীনভাবে (থাকে), সেই (পৃথিবী) সম্পদের জন্য বহুপ্রকার বলবতী ওষধিসমূহ ধারণ করেন। সেই পৃথিবী আমাদের জন্যে আরো বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হোক।

---

* এখানে পাঠান্তর আছে **'মধ্যতো'**। হুইটনি অবশ্য মধ্যতঃ পাঠই সঙ্গত বলেছেন (দ্র. AV. by Whitney, Trans. XII. 12/1/2)

Eng Trans :- In the midst of men, there exists inequality of high and low; inspite of that there is equality. That (earth) bears the herbs of various virtues; let the earth be more wide and be prosperous for us.

ভাবার্থদীপ ঃ ঋষিচ্ছন্দোদেবতা পূর্ববৎ। এই পৃথিবীর কতরূপ! ভৌগোলিক স্বরূপে পৃথিবীর সর্বত্র কত চড়াই-উৎরাই। কোথাও উন্নত পাহাড়পর্বত, আবার কোথাও বা সমতল। কোথাও শস্যশ্যামল, কোথাও উষর মরু। এ পৃথিবী নানা বীর্যবতী ওষধি অর্থাৎ বৃক্ষ-লতায় পূর্ণ। পৃথিবীর শস্য, ফসলে, ফলে আমাদের জীবন-রক্ষা তথা পুষ্টি। শুধু অথর্ব সংহিতাতেই ২৫০ এর বেশী ভেষজ বৃক্ষলতার উল্লেখ আছে যারা শুধু পুষ্টি নয় নানা অসুখের হাত থেকেও রক্ষা করে। অধিকাংশের পরিচয় এখন লুপ্ত। এই রক্ষয়িত্রী পৃথিবীকেই আরো বিস্তীর্ণ রূপে চাইছেন ঋষি।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

অসংবাধম্ —নঞ্+সম্-√বধ্+ঘঞ্ (বাধাদেওয়া), (অম্)

বিভর্তি — √ভৃ+লট্ তি (ভরণপোষণ করা)

প্রথতাম্— √প্রথ্ (আত্মনেপদী) লোট্ ১ম পু. একবচন

রাধ্যতাম্— √রাধ্ (আত্মনেপদী, কর্মবাচ্য) লোট্ ১মপু. একবচন

উদ্বতঃ— উৎরাই

প্রবতঃ—চড়াই

॥৩॥ (ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ)

যস্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুরাপো যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সংবভূবুঃ।
যস্যামিদং জিন্বতি প্রাণদেজৎপ্রাণন্নো ভূমিঃ পূর্বপেয়ে দধাতু॥৩॥

অন্বয় ঃ- যস্যাং (যার মধ্যে) সমুদ্রঃ (সমুদ্র) উত (এবং) সিন্ধুঃ (নদী) আপঃ (জল) যস্যাং (যার মধ্যে) অন্নম্ (খাদ্য) কৃষ্টয়ঃ (কর্ষণাদি) সংবভূবুঃ

(সম্ভব হয়) যস্যাং (যার মধ্যে) ইদং (এই) জিন্বতি (প্রেরিত হয়) প্রাণৎ (প্রাণবান হয়) এজৎ (গমনশীল হয়) সা ভূমিঃ (সেই ভূমি) নঃ (আমাদের জন্য) পূর্বপেয়ে (প্রথম পানের নিমিত্ত) দধাতু (ধারণ করুন)।

বঙ্গানুবাদ ঃ- যার মধ্যে সমুদ্র এবং নদীর সমস্ত জলরাশি; যার মধ্যে অন্ন কর্ষণাদি কর্মসমূহ সম্ভব হয়, যার মধ্যে (জীব) প্রাণবান হয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়; সেই ভূমি আমাদের জন্য প্রথম পানের (জল) ধারণ করুন।

Eng Trans :- On whom (are) the ocean and the rivers, the waters; on whoom food, ploughings, came into being; on whom (living beings) breath and quicken – let that earth set us in first drinking water.

ভাবার্থদীপ ঃ- ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। তৃতীয় মন্ত্রে আর এক ঝলক পৃথিবীর ভৌগোলিক মানচিত্র উদঘাটিত হচ্ছে। পৃথিবীতে আছে সমুদ্র, নদী, কৃষিক্ষেত্র। সিন্ধুশব্দের প্রাচীন অর্থ নদী (√স্যন্দধাতু - অর্থ বয়ে যাওয়া)। কর্ষণকারী মানুষের বাস সেখানে।। প্রাচীনবৃত্তির অন্যতম কৃষিকার্য। বেদে একাজ যথেষ্ট সম্মানের (তু. **অক্ষৈর্মা দীব্য, কৃষিমিৎ কৃষস্ব বিত্তে রমস্ব বহুমন্যমানঃ**...। ঋ. ১০/৩৪/১৩)। পৃথিবীর কর্ষিত অন্নেই সকল প্রাণীর তথা মানুষেরও প্রাণ ধারণ ও পুষ্টি। পর্জন্য দেবতার অনুগ্রহে বৃষ্টি বা জল ছাড়া তো ফসল হয় না (**পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ**—গীতা, ৩/১৪)। জলছাড়া জীবনধারণ অসম্ভব। এ প্রার্থনাই এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। পর্জন্য সূক্তে তাই বৃষ্টিদেবতার উদ্দেশ্যে বারবার নমস্কার শুনি— '**স্তুহি পর্জন্যং নমসা**'।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

কৃষ্টয়ঃ — √কৃষ্ (কর্ষণকরা)+ক্তিন্ প্রথমার বহুবচন। Griffith অর্থ করেছেন - 'Cornlands'। তবে কর্ষণকারী মানুষ এই অর্থই এখানে অধিক সঙ্গত মনে হয়।

সংবভূবুঃ —সম্-√ভূ+লিট্ ১মপু. বহুবচন

জিন্বতি — √জিন্ব্ (প্রেরণ করা)+লট্ তি

প্রাণৎ — প্র+√অন্ (শ্বাসনেওয়া) শতৃ+১মার ১বচন (ক্লী)। পদপাঠে

উপসর্গ পৃথক্ করা হয়নি, কেননা এখানে অনৎ পদটি পৃথক্‌রূপে ব্যবহৃত হয়নি।

এজৎ — √এজ্ (কম্পিত করা/গতিশীল করা) + **শতৃ** ১মার ১বচন।

দধাতু — √ধা (ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ) + **লোট্ তু**

সিন্ধুরাপঃ — সিন্ধুঃ+আপঃ।

॥৪॥ (ত্রিষ্টুপ্)

যস্যাশ্চতস্রঃ প্রদিশঃ পৃথিব্যা যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সংবভূবুঃ।
যা বিভর্তি বহুধা প্রাণদেজৎপ্রা নো ভূমি গোষ্বপ্যন্নে দধাতু ॥৪॥

অন্বয় ঃ- যস্যাঃ (যার) পৃথিব্যাঃ (পৃথিবীর) চতস্রঃ প্রদিশঃ (চারটি দিক) যস্যাঃ (যার) অন্নম্ (খাদ্য) কৃষ্টয়ঃ (কর্ষণাদি কর্ম) সংবভূবুঃ (সম্ভব হয়) যা (যে) বহুধা (বহু প্রকার) প্রাণৎ (প্রাণ সমূহ) এজৎ (গতিশীল) বিভর্তি (ধারণ করে) সা ভূমিঃ (সেই পৃথিবী) নঃ (আমাদের) গোষু (গো সমূহে) অপি অন্নে (খাদ্যে) দধাতু (ধারণ করুক)

বঙ্গানুবাদ ঃ- যে পৃথিবীর চারিটি দিক (আছে); যে (পৃথিবীর মধ্যে) অন্ন এবং কর্ষণাদি কর্ম সম্ভব হয়; যে (পৃথিবী) বহুরূপে প্রাণ এবং গতিকে ধারণ করে, সেই (পৃথিবী) গোধনে ও খাদ্যে আমাদের ধারণ করুক।

Eng Trans :- Whose, the earth's [are] the four quarters; on whom, food, ploughings, came into being; who bears manifoldly what breathes, what is movable – let the earth set us among cows and food.

ভাবার্থদীপ ঃ প্রতিপাদ্যবিষয়ের জন্য তৃতীয়মন্ত্র দ্রষ্টব্য। উভয় মন্ত্রের তাৎপর্য প্রায় সমান।

ব্যাকরণগত টিপ্পনী ঃ

কৃষ্টয়ঃ— পূর্বমন্ত্র (১২/১/৩) দ্রষ্টব্য।

বিভর্তি — √ভৃ (ভৃঞ্ভরণে) লট্ তি।

ভূমির্গোষ্বপ্যন্নে— ভূমিঃ+গোষু+অপি+অন্নে।

দধাতু— √ধা— (ধারণকরা) লোট্ তু।

॥৫॥ (জগতী)

যস্যাং পূর্বে পূর্ব-জনা বিচক্রিরে যস্যাং দেবা অসুরানভ্যবর্তয়ন্।
গবামশ্বানাং বয়সশ্চ বিষ্ঠা ভগং বর্চঃ পৃথিবী নো দধাতু॥

অন্বয় ঃ- যস্যাং (যেখানে) পূর্বে (পূর্বকালে) পূর্বজনাঃ (প্রাচীন মানুষেরা) বিচক্রিরে (বিচরণ করেছিল) যস্যাং (যেখানে) দেবাঃ (দেবতারা) অসুরান্ অভ্যবর্তয়ন্ (অসুরদেরকে পরাজিত করেছিলেন), গবাম্ (গোসমূহ) অশ্বানাম্ (অশ্বসমূহের) বয়সশ্চ (পাখিদের) বিষ্ঠা (আবাসস্থল), (যা) ভগং বর্চঃ (ঐশ্বর্য এবং ঔজ্জ্বল্য) পৃথিবী নো দধাতু (পৃথিবী আমাদের ধারণ করুক)।

বঙ্গানুবাদ ঃ- যার মধ্যে পূর্বকালে প্রাচীন মানুষেরা বিচরণ করেছিল, যেখানে (একসময়) দেবতারা অসুরদেরকে পরাজিত করেছিলেন; যা গোসমূহ, অশ্বসমূহ এবং পাখিদের (আবাসস্থল); (সেই) পৃথিবী আমাদের জন্য ঐশ্বর্য এবং ঔজ্জ্বল্য ধারণ করুক।

Eng Trans :- On whom the ancient people used to spread themselves; on whom the gods overcame the Asuras; what is the dwelling place of cows, horses and birds; let the earth assign us (there) with fortune and spendour.

ভাবার্থদীপ ঃ পৃথিবীকে 'পুরাতনী তুমি নিত্যনবীনা' — বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। সত্যই এ পৃথিবী যত প্রাচীনই হোক-এর প্রতিটি দিনই নতুন হয়ে

আসে কবির কাছে. এই বক্তব্যই পূর্বে রণিত হয়েছে—**অথর্বার** কাব্যে। যস্যাম্ পূর্বে— যে পৃথিবীতে শুধু বর্তমানের জনগোষ্ঠী নয়, **আমাদের পূর্বজনাঃ**- পূর্বপুরুষেরাও একসময় তাঁদের জীবন সুখেদুঃখে কাটিয়েছেন, যেখানে দেবতাদের অর্থাৎ শুভশক্তির আর অসুরের অর্থাৎ অশুভশক্তির সংগ্রাম পূর্বপূর্বকালে বারংবার সংঘটিত হয়েছে। বেদের দেবাসুরের সংগ্রামের কথা প্রায়শঃ ঋষিরা গল্পচ্ছলে বলে গেছেন। শুভশক্তি আর অশুভশক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ পৃথিবীর বুকে ঘটে গেছে (বলা বাহুল্য—এখনো নিরন্তর ঘটে চলেছে)। অথর্বা বলেছেন অন্তিমে শুভশক্তি অশুভ অসুরশক্তিকে পরাভূত করেছে এইটিই পৃথিবীর সত্য ইতিহাস। ধর্মাধর্ম প্রসঙ্গে মহাভারতকার বলেন— **'অধর্মেণৈধতে জনস্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি। ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি'।** কিংবা **'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'**—এই বাণীর শাশ্বত বিশ্বাসই ভারতের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে বহু সভ্যতার উত্থানপতনে। তবে এখানে শুধু কি মানুষের একার ভোগ্য পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে? না। কবি চোখমেলে দেখছেন গবাদিপশু, পাখি, সকল প্রাকৃত জগতের প্রতিষ্ঠাও পৃথিবীর বুকে। তারাও এই পৃথিবীর সমান অংশীদার। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নৈকট্য-প্রদর্শন এ কবিতার অন্যতম সম্পদ। বারে বারে এই প্রকৃতির দিকে ফিরে তাকিয়েছেন কবি—ঈঙ্গিত করেছেন সহাবস্থানের গুরুত্বের প্রতি।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

বিচক্রিরে — বি-√কৃ+(আত্ম) লিট্ প্রথম পু, বহুবচন।

অভ্যবর্তয়ন্ — অভি + অবর্তয়ন্। অভি-√বৃৎ (বর্তমান থাকা)+লঙ্ অন্ (এখানে অর্থ পরাভূত করেছিল)।

বিষ্ঠা — বি-√ষ্ঠা (দাঁড়ানো)+ক, অর্থ—বিবিধ আশ্রয়।

॥৬॥ (জগতীচ্ছন্দঃ)

বিশ্বং-ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী ।
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু ॥৬॥

অন্বয় ঃ- বিশ্বম্ভরা (যিনি বিশ্বকে ভরণ করেন) বসুধানী (যিনি সম্পদের ধারণকারিণী) প্রতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠা দানকারিণী) হিরণ্যবক্ষা (স্বর্ণবক্ষা) জগতো নিবেশনী (যিনি জগতের স্থাপনকারিণী) বৈশ্বানরম্ অগ্নিম্ (বৈশ্বানর অগ্নিকে) বিভ্রতী (ধারণকারিণী) ইন্দ্রঋষভা (ইন্দ্র বৃষ যার) দ্রবিণে (সম্পদের জন্য) নঃ (আমাদের) দধাতু (ধারণ করুক)।

বঙ্গানুবাদ ঃ- যিনি সমগ্র বিশ্বকে ভরণপোষণ করেন; যিনি সম্পদের আধার, প্রতিষ্ঠাদাত্রী, (বা স্বয়ং প্রতিষ্ঠা), হিরণ্যবক্ষা এবং জগতের স্থাপনাকারিণী সেই (পৃথিবী) বৈশ্বানর (জগতের সমস্ত) অগ্নিকে ধারণ করেন, ইন্দ্র বৃষতুল্য (যার কাছে), সেই পৃথিবী সম্পদের জন্য আমাদের ধারণ করুক।

Eng Trans :- One, who is all bearing, beholder of wealth, firmly established, golden-breast and the reposer of this world (or moving things), she (i.e. that earth), bearing the universal fire; – let that earth, whose bull is Indra, set us in wealth.

ভাবার্থদীপ ঃ এই মন্ত্রে পৃথিবীর ধাত্রীরূপ আর বসুন্ধরা স্বরূপটি একাধিক বিশেষণে চিনিয়ে দিয়েছেন কবি। ঈশোনিষদে একটি উপদেশ আছে—**'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্'**। ধন কার? প্রসঙ্গ বদল করে বলা যায় ধন তো পৃথিবী মাতার। এই নদী গিরি অরণ্য প্রকৃতির সব সম্পদ তাঁর, পৃথিবীর তলভাগে বিদ্যমান জল-তেল-কয়লা-সোনার খনিজ সম্পদে পৃথিবী হিরণ্যবক্ষা। হিরণ্য শব্দটি বৈদিক ঋষিদের প্রিয় উপমান। বসুধা কিংবা বসুন্ধরা। তিনি শুধু ধারণ কারিণী নন, দানকারিণী বিশ্বদানী, অথচ স্বার্থমগ্ন বলদর্পী মানুষ দুর্বলকে কিংবা প্রকৃতির অন্য সব অধিকারীকে উচ্ছেদ করে ছলে বলে কৌশলে চিরকাল নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করে। সত্য চাপাপড়ে যায়। সভ্য জীবনের প্রথম সোপান আগুন জ্বালানো। ক্রমে সেই অগ্নিই বৈশ্বানর হয়ে সভ্যতার রথকে সহস্রপথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সেই অগ্নিকে ধারণ করেন পৃথিবী। পৃথিবী 'অগ্নিবাসা' বলেছেন কবি (১২/১/২১)। **'যা চ কা চ বলকৃতিরিন্দ্রকর্মৈব তৎ'** (নি. ৭/১০/২), বলেছেন যাস্ক। সেই মহত্তম শক্তির আধার ইন্দ্র-বৃষবৎ (বৃষভ অর্থাৎ ষাঁড় শক্তির প্রতীক) ভূমির রক্ষাকর্তা হয়ে থাকবেন এই প্রিয়তম গ্রহটির — এ প্রার্থনা পৃথিবীপ্রেমিক অথর্বার।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

বিশ্বম্ভরা — বিশ্বং ভরতি (পোষয়তি) যা সা (স্ত্রী), **উপপদ তৎপুরুষ।**

বসুধানী — বসু-√ধা+ল্যুট্+স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্

হিরণ্যবক্ষা — হিরণ্যং বক্ষঃ যস্যাঃ সা ইতি বহুব্রীহি। **(পূর্বপদের প্রথমস্বর** উদাত্ত)। হিরণ্য বৈদিক কবিদের অতিপ্রিয় উপমান।

নিবেশনী — নি-√বিশ্ (স্বার্থে ণিচ্ বিদ্যমানথাকা)+ল্যুট্ স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্।

বিভ্রতী — √ভৃ+শতৃ+(বিভ্রৎ) স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্। বিভ্রতী **(অভ্যস্তানামাদিঃ** - ইতি দ্বিরুক্তের আদিস্বর উদাত্ত)।

ইন্দ্র-ঋষভা — ইন্দ্রঃ ঋষভঃ (রক্ষকঃ) যস্যাঃ সা, বহুব্রীহি (ভূমির বিশেষণ)।

॥৬॥ (পঙ্‌ক্তিছন্দঃ)

যাং রক্ষন্त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादम्।
सा नो मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु वर्चसा ॥৬॥

অন্বয় ঃ- যাং বিশ্বদানীং ভূমিং (যে বহু দানকারিণী পৃথিবীকে) দেবাঃ (দেবতারা) অস্বপ্নাঃ (নিদ্রারহিত ভাবে) অপ্রমাদম্ (প্রমাদরহিত ভাবে) রক্ষন্তি (রক্ষা করেন) সা (সেই) নঃ (আমাদেরকে) প্রিয়ং মধু (প্রিয়মধু) দুহাম্ (প্রদান করুক) অথো বর্চসা (তেজ সহ) উক্ষতু (সিঞ্চন করুক)।

বঙ্গানুবাদ ঃ- যে বিশ্বদাত্রী (সর্বদানকারিণী) পৃথিবীকে দেবতারা নিদ্রারহিত হয়ে অপ্রমত্ত ভাবে (বা প্রমাদহীনভাবে) রক্ষা করেন; সেই (পৃথিবী) আমাদেরকে প্রিয় মধু (মধুময় বিষয় সমূহ) প্রদান করুক এবং তেজ (দীপ্তি) সিঞ্চন করুক।

Eng Trans :- She, the earth, the all giver, whom the gods, sleeplessly, without failure protect all the time:– let (the earth) bestow us honey, what is dear; then let she sprinkle us with valour.

ভাবার্থদীপ ঃ এই পৃথিবীর রক্ষক শক্তিমান ইন্দ্র বলেছেন কবি পূর্বমন্ত্রে। তারই সুর টেনে এমন্ত্রে কবি এই বিশ্বাসে স্থিত হয়েছেন যে সর্বদাত্রী পৃথিবীর সদাজাগ্রত প্রহরায় আছেন দেবতা সকল। অপ্রমত্তভাবে তাঁরা রক্ষা করেন। কবির এই বিশ্বাসের তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধ হয় যখন দেখি বিশ্বজাগতিক ঋতের শৃঙ্খলায় যেমন একদিকে অনন্তশূন্যে ঘূর্ণায়মান ছোট্ট পৃথিবীগ্রহ নিশ্চিন্ত হয়ে ভ্রাম্যমান আর একদিকে পৃথিবীকে জীবের বাসযোগ্য রাখার জন্যে বিবিধ প্রাকৃতিক শক্তির নিয়মমাফিক নিবিড় সুশৃঙ্খল আয়োজন। মেঘ-বৃষ্টি-রৌদ্র-আলো-আধারের নিখুঁত ভারসাম্য মুগ্ধ শ্রদ্ধায় সংবেদনশীল চিত্ত অনুভব করে। এ সহজ কাব্যে কোথাও কোনো অসঙ্গত কল্পনার রঙ ধরানো নেই— শুধু সত্যের সুশোভন উপস্থাপনা মাত্র। একালের রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন **'মধুময় এ পৃথিবীর ধূলি'** তখন তিনি প্রাচীন অগ্রজদের বাক্যই পুনরুচ্চারণ করেন যাঁরা আগে বলে দিয়েছেন—**মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তিসিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃসন্ত্বোষধীঃ।। মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।..... মধুমান্নো বনস্পতিঃ.....'** ইত্যাদি।। (ঋগ্বেদ, ১/৯০/৬-৮)। বৃক্ষ, ওষধি। ধূলি সর্বত্রই সেই মধুময় অনুভব, মধুর ক্ষরণ।। **'সা নো মধু প্রিয়ং দুহাম্'**। মধুময় পৃথিবীর উজ্জ্বল দীপ্তির আলোকে স্নাত হয়ে থাকতে চান ঋষি।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

রক্ষন্তি— √রক্ষ্ (রক্ষাকরা)+লট্ অন্তি।

বিশ্বদানীম্— বিশ্ব-√দা+ল্যুট্+স্ত্রিয়াং ঙীপ্ (২য়া, একবচন)।

দুহাম্— √দুহ্ (দোহন করা)+লোট্ (আত্ম) (বৈদিক) প্রথম পু ১বচন। (দোহন করুক)।

উক্ষতু— √উক্ষ্+(সিঞ্চন্ করা) লোট্ ১ম পু ১বচন।

॥৮॥ (ছন্দঃ- ষট্‌পদা বিরাট্ অষ্টি)

यार्णविऽधि सलिलमग्र आसीद् यां मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः।
यस्या हृदयं परमे व्याऽमन् त्सत्येनावतममृतं पृथिव्याः।
सा नो भूमिस्त्विषिं बलं राष्ट्रे दधातूत्तमम् ॥৮॥

অন্বয় ঃ যা (যে পৃথিবী) অগ্রে (প্রথমে) **অর্ণবে অধি** (সমুদ্রের উপর) সলিলম্ (জলরূপে) আসীৎ (বিদ্যমান ছিল)। **যাম্ (যার প্রতি) মনীষিণঃ** (বিদ্বান ব্যক্তিগণ) মায়াভিঃ (মায়ার দ্বারা) **অন্বচরন্ (বিচরণ করেছিল) যস্যাঃ** পৃথিব্যাঃ অমৃতং হৃদয়ম্ (যে পৃথিবীর অমৃত হৃদয়) **সত্যেনাবৃতম্ (সত্যের দ্বারা** আবৃত হয়ে) পরমে ব্যোমন্ (পরম ব্যোমলোকে) সা (সে) **ভূমিঃ (ভূমি) ত্বিষিম্** (তেজ) বলম্ (শক্তি) উত্তমে রাষ্ট্রে (শ্রেষ্ঠ জনপদে) **দধাতু (ধারণ করুক)।**

বঙ্গানুবাদ ঃ প্রথমে যে পৃথিবী সমুদ্রের উপর (মধ্যে) জলরূপে বিদ্যমান ছিল, যার প্রতি বিদ্বান মনীষিগণ মায়া দ্বারা বিচরণ করেছিলেন; যে পৃথিবীর অমৃত হৃদয় সত্যের দ্বারা আবৃত হয়ে পরম ব্যোমলোকে অবস্থান করে, সেই ভূমি আমাদের উত্তম রাষ্ট্র, (= জনপদ) তেজ ও শক্তি প্রদান করুক।

Eng. Trans :- The earth, who, in the beginning was water on (= in) the ocean; on whom the intelligent (persons) moved after with māyā (magic?); the earth, whose immortal heart covered with truth exists in the highest firmament—let that earth assign us brilliancy, strength, in the best royality. (i.e. kingdom).

ভাবার্থদীপ ঃ প্রাক্‌সৃষ্টির এবং সৃষ্টির তত্ত্ব একদা ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে উক্ত হয়েছিল **'নাসদাসীন্ন সদাসীৎ'** ইত্যাদি মন্ত্রে (ঋ-১০/১২৯/১)। সৃষ্টির প্রাক্ অবস্থা সত্যিই অনির্বচনীয়, দুর্জ্ঞেয় রহস্য; আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এখনও এর রহস্য-সমাধানে সদা তৎপর। পৃথিবীর উদ্ভব-তত্ত্ব অবশ্য তাঁরা দিয়েছেন সূর্যের তপ্তভগ্নাংশরূপে। পরে সেই সেই জ্বলন্ত উত্তাপের আকর্ষণে সহস্র সহস্রবর্ষব্যাপী নিরন্তর বর্ষণে পৃথিবীর জলার্ণব। ঋষি অনুভব করেছেন এই পৃথিবী বৈচিত্র্যময়ী হওয়ার আগে সেই অর্ণবেই লীন ছিল। হিরণ্যগর্ভ সূক্তে এর ইঙ্গিত আছে—**'আপো যদ্বৃহতীর্বিশ্বম্ আয়ন্ গর্ভং দধানা....'** (১০/১২১/৭) বলে। বাক্‌সূক্তে বাকের উৎস বলা হল— **'মম যোনিরপ্সুন্তঃ সমুদ্রে'** (১০।১২৫।৭)। এদুটি সূক্তের তথা নাসদীয় সূক্তের (১০/১২৯) অবস্থানও কাছাকাছি। অবশ্য এ তত্ত্ব বারংবার শ্রুতিতে পাওয়া যাবে। যাই হোক জলজা পৃথিবীকে সিসৃক্ষু কর্মবীর মনীষীরা ক্রমাগতভাবে নির্মাণ করে চলেছেন;—এ সত্যও অবাস্তব নয় কবির বচন হলেও। এখানে **মায়াভিঃ** শব্দের অর্থ

অধ্যাপিকা ধর্মপাল মা ধাতু থেকে ধরে নিয়ে 'creative genius' করেছেন (তদেব-পৃ-২৮৮) (অন্যত্র অর্থ কর্মভিঃ)। তবে পৃথিবীর অন্তরের অমৃতস্বরূপ শুধু জাগতিক নির্মাণে স্থিত নেই। তাকে পেতে হলে পৃথিবী ছাড়িয়ে উঠতে হবে 'পরম ব্যোমে'। চিদাকাশে সত্য দিয়ে আবৃত সে রূপ। ঠিক একই কথা ঈশোপনিষদেও একবার বলা হয়েছে—**'হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্'** (ঈশ, ১৫)। রাষ্ট্রশব্দটি বেদে বহুশ্রুত। বহুঅর্থক। (তু. **অহং রাষ্ট্রী** ... দেবী সূক্ত—১০/১২৫/৩)। এখানে 'জনপদ' অর্থ গৃহীত হতে পারে। কবি উত্তমজনপদ চান যেখানে রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য আছে।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

অন্বচরন্ = অনু + অচরন্ > √চর্ (বিচরণ করা)+ লঙ্ অন্

ব্যোমন্ — ব্যোমন্ শব্দের ৭মী ১বচন, বিভক্তি লোপ (সূত্র. সুপাং সুলুক্, পা. ৭. ১.৩৯)।

ভূমিস্ত্বিষিম্ = ভূমিঃ + ত্বিষিম্ (= তেজ)

দধাতু— √ধা + লোট্ তু

॥ ৭ ॥ (ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ)

যস্যামাপঃ পরিচরাঃ সমানীরহোরাত্রে অপ্রমাদং ক্ষরন্তি।
সা নো ভূমির্ভূরিধারা পয়ো দুহামথো উক্ষতু বর্চসা ॥৬॥

অন্বয় ঃ যস্যাম্ (যার মধ্যে) পরিচরাঃ আপঃ (চলনশীল জলসমূহ) অহোরাত্রে (দিবারাত্র) সমানীঃ (সমানভাবে) অপ্রমাদম্ (প্রমাদরহিত ভাবে) ক্ষরন্তি (বয়ে চলেছে) সা ভূমিঃ (সেই পৃথিবী) নঃ (আমাদের জন্য) ভূরিধারা (বহু স্রোতা হয়ে) পয়ঃ (জল বা দুগ্ধ) দুহাম্ (দোহন করুক)। অথো (অতঃ পর) বর্চসা (তেজ দ্বারা) উক্ষতু (সিঞ্চিত করুক)।

বঙ্গানুবাদ ঃ- যে (পৃথিবীর মধ্যে) পরিক্রমণশীল জলরাশি দিবারাত্র সমানভাবে প্রমাদরহিত ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই পৃথিবী আমাদের জন্য বহুস্রোতা জল (বা দুগ্ধ?) হয়ে ক্ষরিত হোক। পৃথিবী আমাদের তেজের দ্বারা সিঞ্চিত করুক।

Eng Trans :- On whom, the circulating waters flow with equal spirit, day and night without failure—let the earth of many streams yield water (milk?) for us; —then let her sprinkle us with splendour.

ভাবার্থদীপ ঃ এই মন্ত্রেও পূর্ববৎ 'আনন্দ ধারা বাহিনী' ভূমির ভৌম-কথা। অহোরাত্র এ জীবন প্রবাহ লোক চক্ষুর সামনে, আড়ালে হাজার বছর ধরে বহমানা। এই বহতা ধারাস্রাবের কোন অন্ত নেই। বাকিটুকু তনং মন্ত্রের পুনরুক্তি।

ব্যাকরণগত টিপ্পনী ঃ

অহোরাত্রে = অহশ্চ রাত্রিশ্চ - দ্বন্দ্বসমাস দ্বিবচনান্ত। শেষ অক্ষরে উদাত্ত। প্রগৃহ্য হওয়ায় ইতি দেওয়া হয়েছে পদপাঠে। **'অহোরাত্রে ইতি'**। (তু. পা. সূ- ঈদূদেদ্ দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্)।

অথো —অথ + উ, 'থো' প্রগৃহ্য।

ক্ষরন্তি— √ক্ষর্ + লট্ অন্তি।

দুহাম্ — (৭ নং মন্ত্র দ্রষ্টব্য)

॥১০॥ (महापङ्क्तिजगतीछन्दः)

यामश्विनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे ।
इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः।
सा नो भूमिर्वि सृजतां माता पुत्राय मे पयः॥१०॥

অন্বয় ঃ যাম্ (যাকে) অশ্বিনৌ (অশ্বিদেবদ্বয়) অমিমাতাম্ (পরিমাপ করেছিলেন) যস্যাম্ (যেথায়) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) বিচক্রমে (বিচরণ করেছিলেন) ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র) শচীপতিঃ (যিনি শচীর পতি) যাম্ (যাকে) আত্মনে (নিজের জন্যে) অনমিত্রাম্ (শত্রুরহিত) চক্রে (করেছিলেন) সা ভূমিঃ (সেই পৃথিবী) নঃ (আমাদের) পয়ঃ (দুগ্ধ) বিসৃজতাম্ (প্রদান করুন) মাতা মে পুত্রায় (যেমন পুত্রের জন্য মাতা প্রদান করেন)।

বঙ্গানুবাদ ঃ যাকে অশ্বিদেবতাদ্বয় পরিমাপ করেছিলেন, যেথায় বিষ্ণু পরিক্রমা করেছিলেন, যাকে শচীপতি ইন্দ্র আপন ভেবে (নিজের জন্যে) শত্রুহীন করেছিলেন, সেই পৃথিবী আমাদেরকে যেমন পুত্রের জন্য মাতা (পয়ঃ) দুগ্ধ প্রদান করেন, তেমনি (ভূমি) আমাদের জন্য পয়ঃ প্রদান করুন।

Eng Trans :- Whom, the Aśvins measured; on whom Viṣṇu traversed, whom Indra, the lord of śacī made free from enemies for himself – let that earth release milk for us, as a mother (does) for her son.

ভাবার্থদীপ ঃ ছন্দ মহাপঙ্ক্তি জগতী (৮×৬=৪৮ অক্ষর)। এ পৃথিবী দেবরক্ষিতা। অশ্বিদেতাদ্বয় একে পরিমাপ করেন। নির্মাণ করেন। বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপ (**ত্রেধা বিষ্ণুর্নিদধতে পদম্,** ঐ. ব্রা. ১ম অধ্যায়)। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও দিনসান্তে সূর্যরূপে তাঁর তিনভাবে পৃথিবীপরিক্রমা। সতর্ক দৃষ্টিতে তিনি পৃথিবীকে দেখছেন। পৃথিবীতে অশুভশক্তির অভাব নেই। ওজঃশক্তির আধার শচীপতি ইন্দ্র ব্যস্ত শত্রুনিধনে। এ পৃথিবীকে অনমিত্রা করার দায়িত্ব তাঁর (*Indra's name is the epitome of all energy.* 'Hillebrandt, V. M, Vol II, P-99) বৃত্র-সংহারের রূপকে সে তত্ত্ব বিতত সংহিতায়, ব্রাহ্মণে। এমন ভূমি কবির মাতৃরূপা। এ স্বীকারোক্তি বারংবার। আমরা পৃথিবীর সন্তান। মাতা পুত্রের স্নেহাশ্লিষ্ট সম্পর্ক মনুষ্য জগতে গভীরতম, নিবিড়তম। ১২নং মন্ত্রে ঋষিকবির নিঃসংকোচ স্বীকারোক্তি— **'মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ'** (১২/১/১২)। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ উজাড় করে পুত্রকে দেবেন সে ব্যাপারে সন্তান নিঃসন্দেহ। তারই প্রার্থনা এই মন্ত্রে। এই নৈকট্যবোধ—এ কাব্যের অন্যতম দিক। অশ্বিদ্বয় আসলে কর্মকুশলী মানুষ। বিষ্ণু ব্যাপ্ত্যর্থক √বিষ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন। যিনি ব্যাপ্তসর্বত্র।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

অভিমাতাম্— অভি-√মা (পরিমাপ্ করা) +লঙ্ ১মপু, ২য়বচন।

বিচক্রমে— বি-√ক্রম্ (পাদবিক্ষেপ) আত্মনেপদী, লিট্ ১মপু, ১বচন।

চক্রে— √কৃ + লিট্ (আত্ম) লিট্ ১মপু, ১বচন।

অনমিত্রাম্— ন মিত্রম্ অমিত্রম্ (নঞ্তৎ)। নাস্তি অমিত্রং যস্যাঃ তাম্ (স্ত্রী) বহুব্রীহি। পৃথিবীর বিশেষণ।

বিসৃজতাম্ ঃ— বি- √সৃজ্ আত্ম + লোট্ ১ম পু, ১বচন।

॥১১॥ (মিশ্রছন্দঃ/চারটি ১১ অক্ষরের ত্রিষ্টুপ্ এবং ২টি গায়ত্রীপাদ)

গিরয়স্তে পর্বতা হিমবন্তোঽরণ্যং পৃথিবি স্যোনমস্তু ।
বভ্রুং কৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্বরূপাং ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীমিন্দ্রগুপ্তাম্ ।
অজীতোঽহতো অক্ষতোঽধ্যষ্ঠাং পৃথিবীমহম্ ॥১২॥

অন্বয় ঃ- পৃথিবি (হে পৃথিবী) তে (তোমার) গিরয়ঃ (পাহাড় সমূহ) হিমবন্তঃ পর্বতাঃ (হিমাচ্ছাদিত পর্বতসমূহ) অরণ্যম্ (বন) স্যোনম্ অস্তু (সুখকর হোক)। বভ্রুম্ (ধূসরবর্ণ), কৃষ্ণাম্ (কৃষ্ণবর্ণা) রোহিণীম্ (রক্তবর্ণা), ইন্দ্রগুপ্তাম্ (ইন্দ্ররক্ষিতা) বিশ্বরূপাম্ (বিশ্বরূপা) ধ্রুবাম ভূমিং পৃথিবীম্ (ধ্রুবভূমি পৃথিবীকে) অধ্যষ্ঠাম্ (অধিষ্ঠিত) পৃথিবীম্ (পৃথিবীতে) অহম্ (আমি) অজীত (অবিজিত) অহতঃ (অনাহত) অক্ষতঃ (অক্ষত হই)।

বঙ্গানুবাদ ঃ- হে পৃথিবী। তোমার পাহাড়সমূহ, বরফাচ্ছাদিত পর্বতরাজি, অরণ্য (আমার কাছে) সুখকর হোক। পিঙ্গলবর্ণা, কৃষ্ণা, রক্তবর্ণা, বহুরূপা ইন্দ্ররক্ষিতা ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিতা এই পৃথিবীতে আমি (যেন) অপরাজিত, অনাহত, অক্ষতরূপে অধিষ্ঠিত হই।

Eng Trans :- O Earth! Let thy hills, snowy mountains, forest be pleasant to me. On this brown, black, red, all formed, guarded by Indra, may I stand upon this earth being undefeated, unsmitten and un-wounded.

ভাবার্থদীপ ঃ এ পৃথিবীর হেথা হোথা কতো না উচ্চশিখর গিরিমালা। কোথাও তা চিরহিমবন্ত অর্থাৎ চিরতুষারাবৃত। কোথাও গভীর অরণ্য। সে বহুরূপা। সে বভ্রুবর্ণা অর্থাৎ ধূসর, কৃষ্ণা=কালো, রোহিণী অর্থাৎ রক্তবর্ণা এই নানাবৈচিত্র্যে পৃথিবী বিশ্বরূপা। ইন্দ্ররক্ষিতা এই বিপুলা পৃথিবীর রূপ প্রত্যক্ষ করে অভিভূত কবি তাই এখানেই সুখে অক্ষত হয়ে অনাহত হয়ে বাস করতে চান — এই তার অদম্য ইচ্ছে। 'আবার আসিব ফিরে' — অন্য আধুনিক কবি, প্রকৃতির রূপমুগ্ধ জীবনানন্দের অনুভব। চমৎকার প্রকৃতিবর্ণনা এ মন্ত্রে।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

হিমবন্তঃ — হিম+মতুপ্ ১মার বহুবচন।

অধ্যষ্ঠাম্ — অধি-√অশ্ (ব্যাপ্ত্যর্থক) + লট্ উত্তম পু. ১বচন (পদপাঠে অধি/অস্থাম্)।

॥১২॥ (শক্করী ছন্দঃ)

যত্তে মধ্যং পৃথিবি যচ্চ নম্যং যাস্ত ঊর্জস্তন্বঃ সংবভূবুঃ।
তাসু নো ধেহ্যভি নঃ পবস্ব মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।
পর্জন্যঃ পিতা স উ নঃ পিপর্তু ।১২॥

অন্বয় ঃ পৃথিবি (হে পৃথিবী) যৎ তে মধ্যম্ (যা তোমার মধ্যভাগ) যৎ চ নম্যম্ (যা নিম্নভাগ) যাঃ তে ঊর্জঃ (যা তোমার ঊর্জাশ্রিত রূপ) তন্বঃ (শরীর) সংবভূবুঃ (সম্ভব হয়েছে) তাসু (তার মধ্যে) নঃ (আমাদের) ধেহি (ধারণকর) নঃ অভি পবস্ব (আমাদের পবিত্র কর) ভূমিঃ মাতা (পৃথিবী মাতা)

অহম্ (আমি) পৃথিব্যাঃ পুত্রঃ (পৃথিবীর পুত্র) পিতা পর্জন্যঃ (পর্জন্য পিতা)। স উ নঃ (তিনি আমাদের) পিপর্তু (পূর্ণ করুন)।

বঙ্গানুবাদ ঃ- হে পৃথিবী! যা তোমার মধ্যভাগ, যা তোমার নিম্নভাগ যা তোমার উর্জাশ্রিত রূপ (তৈজস্ দ্রব্যে পূর্ণ রূপ), সেইসব শরীর দিয়ে তুমি আমাকে ধারণ কর। আমাকে পবিত্র কর। ভূমিই মাতা, আমি পৃথিবীর পুত্র (সন্তান), পিতা (আমার) পর্জন্য (দেব)। তিনি আমাদের পূর্ণ করুন।

Eng Trans :- O earth! what is thy middle and what is thy navel, what is thy body formed out of energies – in them do thou set us. Purify us; earth is mother, (and) I am the son of earth, (my) father is parjanya – let him fill us.

ভাবার্থদীপ ঃ পৃথিবীর প্রতি কবির সশ্রদ্ধ নিবেদন একটু আগেই ১০নং মন্ত্রে আবেগঋদ্ধভাবে উচ্চারিত হয়েছে। এমন্ত্রে সেই শ্রদ্ধেয় আবেগ আবেকবার পুনরুচ্চারিত। পৃথিবীর কোমল-কঠোর তনুমধ্যে আশ্রয় চান কবি। পৃথিবীর সম্পদময়ী স্নেহের অভিষিঞ্চনে মুগ্ধ কবি নিঃসংকোচে ভূমি মাতার কাছে পুত্রের অধিকারে ঘনিষ্ঠতম আশ্রয় চান। ঋগ্বেদে একবার এই মাতাপুত্রের সম্পর্কের বাক্য ঋষি ভৌম অত্রি উচ্চারণ করেছেন আমরা দেখেছি— **'মা নো মাতা পৃথিবী'**, ইত্যাদি (৫/৪২/১৬)। পর্জন্য আমাদের পালক অন্নের হেতু (পর্জন্য সূক্তে তা স্পষ্ট) তাই তিনি আমাদের পিতা, এই মন্ত্রের যে সুবাসিত সৌন্দর্য সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতায় আমাদের অভিভূত করে, তা পৃথিবীর যেকোনো প্রাচীন সাহিত্যেই বিরল। যে কোনো সাহিত্যে এই মানবিকতা উচ্চতম মূল্যবোধকেই স্মরণ করায়।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

সংবভূবুঃ— সম্ √ভূ + লিট্ ১মপু. বহুবচন।

ধেহি — √ধা (ধারণ করা) + লোট্ হি।

পবস্ব — √পূ (পবিত্র করা) (আত্মনেপদী) লোট্ হি

পিপর্তু — √পৃ (পালন করা) লোট্ তু।

॥১৩॥ (শক্করী ছন্দঃ)

यस्यां वेदिं परिगृह्णन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः।
यस्यां मीयन्ते स्वरवः पृथिव्यामूर्ध्वाः शुक्रा आहुत्या पुरस्तात्।
सा नो भूमिर्वर्धयद् वर्धमाना॥१३॥

অন্বয় ঃ বিশ্বকর্মাণঃ (বিশ্বকর্মাগণ) যস্যাম্ ভূম্যাম্ (যে ভূমিতে) বেদিং পরিগৃহ্ণন্তি (বেদি পরিগ্রহ/নির্মাণ করেন), যস্যাম্ (যেখানে) যজ্ঞং তন্বতে (যজ্ঞ বিস্তার করেন)। যস্যাম্ (যেখানে) পৃথিব্যাম্ ঊর্ধ্বাঃ (পৃথিবীতে উঁচু) শুক্রাঃ (শুভ্রবর্ণ) স্বরবঃ (যজ্ঞীয় যূপ) আহুত্যাঃ (আহুতির জন্য) পুরস্তাৎ (সামনে) মীয়ন্তে (নির্মিত হয়) সা ভূমিঃ (সেই পৃথিবী) বর্ধমানা (বর্ধিত হয়ে) বর্ধয়ৎ (বর্ধিত করুক)।

বঙ্গানুবাদ ঃ যে ভূমিতে বিশ্বকর্মাগণ যজ্ঞবেদি পরিগ্রহ করেন (নির্মাণ করেন); যেখানে (তাঁরা) যজ্ঞকে প্রসারিত করেন; যে পৃথিবীতে আহুতির জন্য উঁচু শুভ্রবর্ণ যূপ (বেদির) সামনে নির্মাণ করা হয়, সেই বর্ধমানা ভূমি আমাদের বর্ধিত করুক।

Eng Trans :- On what earth those, the Visakarmans enclose the sacrificial alter; on what (earth) they extend the sacrifice, on what earth are set up the sacrificial posts, which are erect, bright and before the oblation – let that earth (ever) increasing, make us increase.

ভাবার্থদীপ ঃ ঋগ্বেদে দুটি প্রসিদ্ধ বিশ্বকর্মা সূক্ত (১০/৮১, ৮১) আছে, সেখানে ঋষির নাম ও দেবতার নাম উভয়ই বিশ্বকর্মা। এই বিশ্বকর্মাগণ শূন্য থেকে দ্যাবাপৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন (**দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ**, ১০/৮১/৪) এঁদের আত্মাহুতি থেকেই জগতের উদ্ভব (**স্বয়ং যজস্ব**, ১০/৮১/৬,)। তাঁরা স্রষ্টা, নির্মাতা। সর্বত্র বহুবচনে তাঁদের উল্লেখ, (যাস্কমতে গণদেবতা বিশেষ)। তাঁরা ধাতা, বিধাতা, জনিতা। অন্যভাবে ভাবলে সৃষ্টিসুখের উল্লাসী আর নির্মাণ-কুশলী পরিশ্রমী কর্মী একদল মানুষের আত্মদানেই পৃথিবীর উন্নত বিকাশ— একথা ইতিহাসও বলে তাই তাঁরা তো বিশ্বকর্মাই। পৃথিবীতে তাঁরাই কর্মযজ্ঞকে

প্রসারিত করেন। এই পৃথিবীই কর্মের বেদি। আত্মাহুতির জন্যে উজ্জ্বল শুভ্র যূপকাষ্ঠ সেখানে সদা প্রস্তুত। প্রথম সেখানে বিশ্বকর্মারা কর্মযজ্ঞ শুরু করেন, অন্য মানুষেরা তা অনুসরণ করে। একই বার্তা রবীন্দ্রগানে—"বিশ্বধাতা যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা। জীবন যেন দিই আহুতি"। এঁদের আত্মদানেই পৃথিবী বর্ধমানা হন। পৃথিবীর সন্তান আমরাও বিকশিত হই। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তেও আত্মদানের প্রসঙ্গ আছে (১নং মন্ত্র-ভাবার্থদীপ দ্রষ্টব্য)।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

পরিগৃহ্ণন্তি = পরি-√গ্রহ + লট্ অন্তি।

স্বরবঃ— স্বরু + ১মা বহুবচন, (অর্থ যূপকাষ্ঠ)।

তন্বতে — √তন্ (বৃদ্ধি পাওয়া) (আত্ম) লট্ প্রথম পু. বহুবচন।

মীয়ন্তে — √মা (মাপা, আত্মনেপদী) + লট্, ১মপু. বহুবচন।

বর্ধয়ৎ — √বৃধ্ (ণিচ্) বিধিলিঙ্ ১মপু. ১বচন।

বর্ধমানা — √বৃধ + শানচ্ (স্ত্রী) ১মা, ১বচন।

॥১৪॥ (বৃহতী ছন্দঃ)

যা নো দ্বেষৎ পৃথিবি যঃ পৃতন্যাদ্ যোঽভিদাসান্ মনসা যো বধেন।
তং নো ভূমে রন্ধয় পূর্বকৃত্যরি॥১৪॥

অন্বয় ঃ পৃথিবি (হে পৃথিবী)! যঃ (যে) নঃ দ্বেষৎ (আমাদের হিংসা করে) যঃ পৃতন্যাৎ (যে শত্রুতা করে) যঃ বধেন মনসা (মনোরূপ আয়ুধদ্বারা) অভিদাসাৎ, (বশীভূত করতে চায়), তম্ (তাকে) ভূমে (হে ভূমি) পূর্বকৃত্যরি (হে পূর্বকর্মকারী) নঃ (আমাদের জন্য) রন্ধয় (বশ কর)।

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পৃথিবী! যে আমাদের হিংসা করে, যে আমাদের (সঙ্গে) শত্রুতা করে, যে মনোরূপ আয়ুধ দ্বারা বশীভূত চায় তাকে, হে পূর্বকৃত সম্পাদনকারী ভূমি! (তাকে) আমাদের জন্যই বশীভূত কর।

Eng Trans :- O earth! who hates us, who fights us, who intending to overcome us, vex us with mind, a deadly weapon, for him, O earth, the prior acting! do thou put us in power.

ভাবার্থদীপ ঃ অথর্ব সংহিতার একটি পরিচিত বাগ্‌ভঙ্গি হল **'যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বেষ্মঃ'**। যে আমাদের হিংসা তাদের প্রতি আমরা বিদ্বিষ্ট। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই সংগ্রামের দ্বন্দ্বের চিরন্তন আবহ। রবীন্দ্রনাথও 'পৃথিবী' কবিতাতে এ দ্বান্দ্বিকতা দেখিয়েছেন— **'তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম'**। অথর্বসংহিতার বহুছত্রে এই দ্বান্দ্বিক চরিত্র স্ফুট, পণ্ডিত মহলে যার অপপরিচয় হল **'আভিচারিক কৃত্য'**। যাই হোক, পৃথিবী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বারংবার শুনিয়েছেন এ দ্বন্দ্বের পুরাকথা **"জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি/সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা"**। চিরকালের মানুষ এই দ্বেষ থেকে মুক্তি চায়, পৃতন্য অর্থাৎ শত্রুতা থেকে অব্যাহতি চায়, দাসত্ব থেকে অব্যাহতি চায়। কবির বিশ্বাস বীর্যবতী এই ভূমি যেমন পূর্বকালে এইসব দানবীয় বৃত্তিকে নষ্ট করেছেন—এখনও তিনি বশে আনবেন এ দানবীয় বৃত্তি।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

দ্বেষৎ — √দ্বিষ্ (হিংসাকরা) + লেট্ ১মপু. ১বচন।

পৃতন্যাৎ — √পৃতন্য (নামধাতু শত্রুতা করা) + লেট্ (বর্তমানার্থে) ১মপু. ১বচন।

অভিদাসাৎ — অভি - √দস্ (অপক্ষয়, ক্ষতি) + লেট্ ১মপু. ১বচন।

রন্ধয় — √রন্ধ্ (রন্ধতি হিংসাকর্মা/বশ্ করা, নিরুক্ত ৬.৩২) + ণিচ্ লোট্ হি।

পূর্বকৃত্যরি — পূর্বকৃত্বরী (স্ত্রী) শব্দের সম্বোধনের একবচন। পূর্ব- √কৃ ক্বিপ্ + বনিপ্ + ঙীপ্ (ঙীপ এর পূর্বে থাকায় বনিপ্ (বন্) 'র'তে পরিণত হয় পা. সূ. **'বনো রচ'** (৪.১.৭)। অর্থ - পূর্বকর্মকারিণী।

॥১৫॥ (বৃহতী ছন্দঃ)

ত্বজ্জাতাস্ত্বয়ি চরন্তি মর্ত্যাস্ত্বং বিভর্ষি দ্বিপদস্ত্বং চতুষ্পদঃ।
তবেমে পৃথিবি পঞ্চ মানবা যেভ্যো জ্যোতিরমৃতং মর্ত্যেভ্য উদ্যন্ সূর্য রশ্মিভিরাতনোতি॥

অন্বয় ঃ পৃথিবি (হে পৃথিবী)। ত্বৎজাতাঃ (তোমাথেকে উৎপন্ন হয়ে) ত্বয়ি চরন্তি) (তোমাতেই বিচরণ করে) মর্ত্যাঃ (মানুষেরা)। ত্বম্ বিভর্ষি (তুমি ভরণপোষণ কর) দ্বিপদঃ চতুষ্পদঃ (দ্বিপদ এবং চতুষ্পদদেরকে)। তব (তোমার) ইমে পঞ্চমানবাঃ (এই পঞ্চ মানবজাতি) যেভ্যঃ মর্তেভ্যঃ (যে মানুষদের জন্য) অমৃতম্ জ্যোতিঃ (অমৃত আলোক) উদ্যন্ (উদিত হয়ে) সূর্যঃ (সূর্য) রশ্মিভিঃ (রশ্মিদ্বারা) আতনোতি (বিস্তৃত করে)।

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পৃথিবী! (মানুষেরা) তোমাথেকে উৎপন্ন হয়ে তোমার মধ্যেই বিচরণ করে। সেই দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ (প্রাণিসমূহকে) তুমি ভরণ-পোষণ কর। তোমার মধ্যে পঞ্চমানবজাতি (বাসকরে), যাদের জন্যে অমৃত জ্যোতি (বহন করে) উদিত সূর্য রশ্মিদ্বারা (আলোক) বিস্তৃত করে।

Eng Trans :- O earth! mortals born from thee; move about on thee; thou nurture bipeds and quadrupeds. Within thou five human (races) live in, for whom the rising sun (leaving) immortal light, extends with rays.

ভাবার্থদীপ ঃ আলোচ্য মন্ত্রে আরো একবার স্মরণ করানো হচ্ছে যে মর্ত্যধর্মা মানুষ, দ্বিপদ কিংবা চতুষ্পদ, সকল প্রাণী এই পৃথিবীতেই জন্মে, এখানেই বিচরণ করে, এটাই তাদের লীলাভূমি। আর পৃথিবী তাদের ভরণপোষণকরিণী। সত্যের খাতিরে এই কবিবচন বিজ্ঞান সম্মতও বটে। এখনো পর্যন্ত সৌরজগতের গ্রহরাজির মধ্যে পৃথিবীতেই শুধু প্রাণের স্পন্দন, জন্মমৃত্যুর অনুকূল পরিমণ্ডল। তাই সৌরগ্রহের পরিবারে পৃথিবীই শ্রেষ্ঠা। এখানে পঞ্চ মানবের বাস। কে এই পঞ্চজন? সকল সাধারণ মানুষ? নিঘন্টু মনে করেছেন—**'মনুষ্যঃ নাম'** (২/৩)। নিরুক্তকার যাস্ক আরো একাধিক অর্থ দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর ব্যাখ্যায় স্পষ্ট যে তিনি অন্যমত তুলে ধরেছেন— **'গন্ধর্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসি ইত্যেকে— চত্বারো বর্ণা নিষাদঃ পঞ্চম**

ইত্যৌপমন্যবঃ' (নি ৩/৮/৮)। অর্থাৎ পঞ্চজন মানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং নিষাদ। ঋগ্বেদে চতুর্বর্ণ কোথায় ? নিরুক্তের ৩/৮/১০ বাক্যটি শুনলে মনে হয় যাস্ক নিজে পঞ্চজন বলতে সাধারণ মানবজাতিকেই বুঝিয়েছেন — যারা বিশ্ অর্থাৎ সাধারণ মানুষ (তুঃ- **যৎ পাঞ্চজন্যং যা বিশা পঞ্চজনীনয়া বিশাঃ**) বৈশ্য সম্প্রদায় নয়, ঋগ্বেদে পঞ্চজন শব্দটি আছে এইভাবে **'পঞ্চজনা মম হোত্রং জুষধ্বম্'** (ঋ. ১০/৫৩/৪)। এর প্রাচীন অর্থ আজ আর কে বলবে? তখন কি সবাই যজ্ঞকর্ম করতে পারতেন? হয়তো পারতেন। অবশ্য বৃহদ্দেবতার শৌনক বলবেন এই পঞ্চজন আসলে যজমান ও হোতা-প্রভৃতি প্রধান চার ঋত্বিক্। পঞ্চ বলতে অন্ন প্রাণ মন বিজ্ঞান আনন্দময় কোষে জাত পঞ্চচৈতন্য সম্পন্ন মানুষ — এ অর্থও অন্যত্র আছে (দ্র. বেদের কবিতা - পৃ-২৯৩)। যাইহোক সাধারণ বা বিশেষ সবধরণের মানুষের বাসভূমি এই পৃথিবী, আর এই মানুষের প্রাণধারণ ও উদ্দীপনার জন্য আছে অমৃতজ্যোতি সূর্য। কিরণ উত্তরীয় বুলিয়ে তিনি পৃথিবীকে অতন্দ্রভাবে নিত্য জাগ্রত ও চেতনাবান রাখেন। **(সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।** ঋক্.১/১১৫/১)।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

বিভর্ষি — √ভৃ (ভরণ করা) + লট্ মধ্যম পু. ১বচন।
উদ্যন্ — উৎ-√ই (গমন করা) শতৃ ১মা ১বচন।
আতনোতি — আ-√তন্ (বিস্তার করা) লট্ তি।
তজ্জাতাস্ত্বয়ি — তৎ + জাতাঃ + ত্বয়ি।

॥১৬॥ (দ্বাবিংশাক্ষরা ত্রিষ্টুপ্)

না নঃ প্রজাঃ সং দুহ্রতাং সমগ্রাঃ।
বাচো মধু পৃথিবি ধেহি মহ্যম্ ॥১৫॥

অন্বয় ঃ তাঃ প্রজাঃ (সেই প্রাণিগণ) সমগ্রাঃ (সমস্ত) নঃ (আমাদের) সং দুহ্রতাম্ (সম্যক্‌রূপে দোহন করুক), বাচঃ (বাকের) মধু (মধু) পৃথিবি (হে পৃথিবী) মহ্যম্ (আমাকে) ধেহি (প্রদান কর)।

বঙ্গানুবাদ ঃ সেই প্রাণিগণ সমগ্ররূপে আমাদের **সম্যক্‌রূপে দোহন করুক** (অর্থাৎ আমাদেরকে ফলদান করুক)। হে পৃথিবী। **বাকের মধুময়** (রূপ) আমাকে দাও।

Eng Trans :- Let those creatures, in total, yield fruit to us. O earth! do thou assign me the honey of speech.

ভাবার্থদীপ ঃ ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধমন্ত্রটি অনেকের জানা -**'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ।** (১/৯০/৬) সেখানে ঋষি কবি পৃথিবীর সব উপাদানে মাধুর্যের স্বাদ অনুভব করেন। আকাশ, বাতাস, ওষধি, গো, পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণাকে চিরমধুর করে পেতে তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন। এই মন্ত্রে সেই ভাবনারই অনুশ্রুতি। বাক্‌কেও মধুময় করে চান কবি অথর্বা। বেদে বাক্‌তত্ত্ব অন্যতম দার্শনিক ভাবনা। বাকের রহস্যময় স্বরূপ (**নিণ্যা বচাংসি**, ঋক্, ৪/৩/১৬) জানলে সে বাক্ নিজেকে সুবেশা সুবাসা পত্নীর মতো নিজেকে মেলে ধরে (**জায়েব উশতী সুবাসাঃ**,-ঋক্ ১০/৭১/৪)। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা বৈখরী-নামক চতুষ্পদা বাক্ বেদ ছাড়িয়ে ব্রহ্মরূপ শব্দদর্শনে অপবর্গের হেতু হয়ে দেখা দিয়েছে। বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি দেখিয়েছেন—শব্দব্রহ্ম থেকেই জগতের উদ্ভব ও বিকাশ- **"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্। বিবর্ততেহর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ"**।। (বাক্যপদীয়, ব্রহ্মকাণ্ড-১) স্ফোটরূপ নিত্যবাক্ মানুষের মুখে ধ্বনিতে রূপ পায়। অর্থ পায়। অনিত্য হলেও লৌকিক জীবনযাত্রাতে তার অবদান কম নয়। ভাষার ব্যবহারেই মানুষে মানুষে সম্পর্কের বাঁধন ভাঙে গড়ে। প্রচলিত চাণক্যাদি শ্লোকেও এর ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কবাণী শোনা যায় — **'ন সংরোহতি বাক্‌ক্ষতম্'**। কটুভাষা বর্জনীয় এমনকি অপ্রিয় সত্যভাষণও উচ্চরণ না করা উচিত (**মা ব্রূয়াদ্ অপ্রিয়ং সত্যম্**)। এসব বিজ্ঞমানুষের দীর্ঘদিনে অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপলব্ধি। এখানে অথর্বা সেই সুরটি ধরেই মধুক্ষরা ভূমিমাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন যে যেন তার বাক্ শোভন, মধুঝরা হয়। তাতেই সংহতি, কার্যসিদ্ধি, অন্যথায় **'সমূলস্তু বিনশ্যতি**। শুধু জাগতিক বা প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের ভূমা নয়, বাক্‌ব্যবহারের শোভনতাও কবির প্রার্থনা।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

দুহ্রতাম্ — √দুহ্ (দোহন করা) আত্মনেপদী লোট্ তাম্। দুহ্ ধাতুর এই

রূপটি একান্তই বৈদিক। সাধারণভাবে 'র্' আসার সম্ভবনা নেই। কর্মকর্তৃবাচ্যে য় আসতে পারত আসেনি। কিন্তু 'র' (দুহ্র) দুহ্+র) এসেছে। সূত্র-**বহুলং ছন্দসি** ৭/১/৮) (দুহ্+ রুট্>দুহ্+র্>দুহ্র। (তুল - **'দুহ্রাং মে পঞ্চপ্রদিশঃ'**, অথর্ব, ৩/২০/৯)।

ধেহি ঃ— √ধা + লোট্ হি।

মহ্যম্ ঃ— **'কর্মণা যমভিপ্রায়ঃ সঃ সম্প্রদানম্'** ইতি সম্প্রদানে চতুর্থী। বেদে√ধা কিংবা√দা ধাতু প্রায় সমার্থক। 'দেহি' অর্থেও ধেহি হয়ে থাকে। ঋগ্বেদের প্রথমমন্ত্রে **'রত্নধাতমম্'** এর অর্থ যাস্ক করেছেন **'রত্নদাতমম্'** পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরাও 'Giver of all best wealth' অর্থ করেন।

॥১৭॥ (বিরাট্ ছন্দঃ)

বিশ্বস্বং মাতরমোষধীনাং ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্মণা ধৃতাম্।
শিবাং স্যোনামনু চরেম বিশ্বহা ॥

অন্বয় ঃ- ওষধীনাম্ (ওষধিসমূহের) বিশ্বস্বম্ (সকল প্রসবিনী) মাতরম্ (মাতা) ধ্রুবাম্ ভূমিম্ (স্থির ভূমিকে) পৃথিবীম্ (পৃথিবীকে) ধর্মণা ধৃতম্ (ধর্ম দ্বারা ধৃত)। শিবাম্ (মঙ্গলময়) স্যোনাম্ (সুখকর) বিশ্বহা (সমগ্ররূপে) অনুচরেম (বিচরণ করবো)।

বঙ্গানুবাদ ঃ- সর্বপ্রসবিনী, সকল ওষধিসমূহের মাতৃরূপা, স্থির এবং ধর্মের দ্বারা ধৃত এই মঙ্গলময়, সুখদায়িনী ভূমির উপর আমরা সকল দিকে বিচরণ করবো।

Eng Trans :- This earth is all producing mother of herbs, firm and maintained by **dharma** (ordinance). May we move about always on this auspicious pleasant earth.

ভাবার্থদীপ ঃ পূর্বের মন্ত্রের সুর এখানে অনুরণিত। শুধু বাকের মাধুর্য নয়, বিশ্বের সমস্ত বৃক্ষলতার সঙ্গে পৃথিবীর স্বাভাবিক নৈকট্য, কেননা সেইসব ওষধিসমূহের উৎপাদনকর্ত্রী হিসেবে নিশ্চলা ভূমিই তাদের প্রকৃত মাতা। তিনিই

ধারণকর্ত্রী। **'ধর্মণা ধৃতাম্'** বলেছেন কবি; ধর্মের **প্রাথমিক ব্যুৎপত্তিতে ধারণ** অর্থই আছে (√ধৃ+মন্=ধর্ম) মহাভারতেও **'ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ'** বলেছেন। সেই প্রাচীনকালে ধর্ম তখনো পারিভাষিক বা **সম্প্রদায়গতভাবে** ভিন্ন ভিন্ন হয় নি। যে রীতিনীতি, আচার, সত্যনিষ্ঠার দৃঢ়তায় **বস্তুস্থিতি হয়, তাই** ধর্ম, পৃথিবী তারই ধারক। তাই পৃথিবী ঋষির কাছে শিবা অর্থাৎ কল্যাণী, সুখদা। **বিশ্বহা** (= সর্বদা) এই কল্যাণী, শ্রীময়ী পৃথিবীতে অনুবর্তনে **ইচ্ছুক** কবি। জীবনানন্দ শুনিয়েছিলেন— 'আবার আসিব ফিরে।' আলোচ্য মন্ত্রে কাব্যের আলংকারিক রূপও লক্ষিত হয়। 'ধ' ধ্বনির অনুপ্রাস — **"ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্মণা** ধৃতাম্"। 'স' শ ধ্বনির অনুপ্রাস— **"শিবাং স্যোনামনু চরেম বিশ্বহা"**।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

বিশ্বস্বম্ — বিশ্বস্ শব্দের ২য়ার ১বচন।

বিশ্বস্ — বিশ্ব - √সী (উৎপন্নকরা) + ক্বিপ্।

বিশ্বহা — বিশ্ব + অহঃ, বিশ্বহ টাপ্ বৈদিকরূপ। অর্থ— সকল দিন, সকল সময়। বিশ্বহ রূপও বেদে দৃষ্ট হয়। (দ্র., Macdonell,V.G., p-179)

অনুচরেম — অনু-√চর্ (বিচরণ করা) + লোট্ উত্তম পু. বহুবচন।

॥ ১৮ ॥

(মিশ্রছন্দঃ, ত্রিষ্টুপ্-অনুষ্টুপ্-গর্ভা শক্করী)

মহৎ সধস্থং মহতী বভূবিথ মহান্ বেগ এজথুর্বেপথুষ্টে।
মহাংস্ত্বেন্দ্রো রক্ষত্যপ্রমাদম্ ।
সা নো ভূমে প্ররোচয় হিরণ্যস্যেব
সংদৃশি মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥ ১৮ ॥

অন্বয় ঃ- (হে ভূমি, তুমি)! মহৎ (মহান) সধস্থম্ (আশ্রয়) তে মহান্ বেগঃ (তোমার মহান বেগ) মহতী (ভীষণভাবে) এজথুঃ, বেপথুঃ বভূবিথ (স্পন্দিত ও কম্পিত করে)। মহান্ ইন্দ্রঃ (মহান ইন্দ্র) তে (তোমার) অপ্রমাদম্ (প্রমাদরহিত ভাবে) রক্ষতি (রক্ষা করে)। ভূমে (হে ভূমি) প্ররোচয় (প্রকৃষ্টরূপে রচনা কর) হিরণ্যস্য ইব (স্বর্ণ সম) সংদৃশি (দর্শনে) নঃ (আমাদের) মা কশ্চন দ্বিক্ষত (কেউ যেন হিংসা না করে)।

বঙ্গানুবাদ ঃ- (হে পৃথিবী)! তুমি মহান আশ্রয়, তোমার প্রবল বেগ (আমাদের) ভীষণভাবে স্পন্দিত ও কম্পিত করে। মহান (=পরাক্রমশালী) ইন্দ্র প্রমাদরহিতভাবে তোমাকে রক্ষা করে। হে ভূমি! তুমি তোমার স্বর্ণসম প্রকাশ প্রকৃষ্টভাবে আমাদের জন্য প্রস্তুত কর। আমাদের যেন কেউ হিংসা না করে।

Eng Trans :- (O earth)! Thou hast become a great resort. Thy great speed stirs, trembles us greatly, Great Indra protects thee unremittingly. O earth! let thy gold-like manifestation be constructed for us. Let none should hate us.

ভাবার্থদীপ ঃ এই পৃথিবী **'ইন্দ্রগুপ্তা'**, ইন্দ্রের দ্বারা রক্ষিত হয় — একথা আগেই (১১নং মন্ত্র) ঋষি বলেছেন। মহান ইন্দ্র শুধু একজন দেবতা নন। তিনি যে সমস্ত প্রকার বলকৃতির প্রতীক **(যা চ কা চ বলকৃতিরিন্দ্র কর্মৈব তৎ।** নি. (৭/১০/২)। তিনি সমস্ত ওজঃশক্তির সমাহার। Hillebrandt-এর ভাষায়— **(Indra's name is the epitome of all energy."** *Vedic Mythology,* Vol-II, P-99) এই দ্বন্দ্বময়ী মহতী পৃথিবীকে তার মতো বলবানের পক্ষেই বশীভূত করা সম্ভব (বীরভোগ্যা বসুন্ধরা)। উপনিষদের একটি মন্ত্র— **'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ** (মুণ্ডক, ৩/২/৪) একটু ঘুরিয়ে বললে পৃথিবী সম্পর্কেই বলা চলে— দুর্বল, নিস্তেজ ব্যক্তির পৃথিবীর উপর কোনো অধিকার নেই অর্থাৎ **নেয়ং পৃথ্বী বলহীনেন লভ্যা**। এজন্যে বলবত্তার, ওজস্বিতার শ্রেষ্ঠরূপ ইন্দ্র একে অধিকার করেন। রক্ষা করেন। প্রাচীন পৃথিবী গড়ে ওঠার কালে ঝড়, ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, পাহাড়ি ধস্, আগ্নেয়গিরির উদ্ভাসে **("যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃংহদ্ যঃ পর্বতান্ প্রকুপিতাঁ অরম্নাৎ",** ঋক্ ২/১২/২) বারবার বেপথু, কম্পিতা হয়েছে। ইন্দ্র তা স্তব্ধ করেছেন—সে চির গতিশীলা। সর্বত্র তার কর্মচাঞ্চল্য; সৃষ্টি ও ধ্বংসে, সোনার ফসলে, সোনার সম্পদে। শ্রীময়ী পৃথিবীর রূপ হিরণ্ময়ী রমণীর মতো। সে সদা ঈপ্সিতা, সদা উজ্জ্বলা। এই দীপ্তিময়ী ভূমিকেই ঋষি চান, যেখানে তাকে কেউ হিংসা করবে না। প্রাচীন পৃথিবীতেও হিংসার পরিবেশ ছিল। বেদে **'মা মা হিংসীঃ'** (শত. ব্রা.... ১/১/৫) কিংবা **'যোহস্মান্ দ্বেষ্টি** ইত্যাদি বাক্য অথর্ববেদে বহুবার আছে। ক্ষমতা-সম্পদ-জনপদ লোভী একদল বলদর্পী মানুষ এই হিংসার পরিবেশ তৈরী করে ('হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী

নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব'—বলেছেন রবীন্দ্রনাথ) এবং অন্যদেরকে প্ররোচিত করে। সাধারণ মানুষ হিংসা পরিহার করে শান্তিপ্রিয় জীবন চান—তাই সকলের হয়ে কবির প্রার্থনা—**'মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন'**। আমাকে যেন কেউ হিংসা না করে।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

বভূবিথ — √ভূ+ লিট্ মধ্যম পু. ১বচন।

এজথু — √এজ্ (কম্পিত হওয়া গতিমান হওয়া)+ লিট্ মধ্যমপু. ১বচন।

বেপথু — √বেপ্ (কম্পিত হওয়া)+ লিট্ মধ্যম পু. ১বচন।

রোচয় — √রুচ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ ণিচ্ লোট্ হি।

সংদৃশি — সম্-দৃশি+ সপ্তমী. ১বচন। সম্-দৃশ্+ ইন্ = (সংদৃশিন্) (বিভক্তি লোপ বৈদিকী)।

দ্বিক্ষত — √দ্বিষ্ (ঘৃণাকরা) (আত্ম) লুঙ্ ১মপু. ১বচন। এটি একটি **'sa-aorist (dvikṣata)** -এর দৃষ্টান্ত।

মহাংস্ত্বেন্দ্রঃ — মহান্+ ত্বা+ ইন্দ্রঃ।

॥১৭॥ (বৃহতী ছন্দঃ)

অগ্নির্ভূম্যামোষধীষ্বগ্নিমাপো বিভ্রত্যগ্নিরশ্মসু।

অগ্নিরন্তঃ পুরুষেষু গোষ্বশ্বেষ্বগ্নয়ঃ ॥১৭॥

অন্বয় ঃ- ভূম্যাম্ (পৃথিবীতে) অগ্নিঃ (অগ্নি), ওষধীষু (ওষধিসমূহে) আপঃ অগ্নিম্ বিভ্রতি (জল অগ্নিকে ধারণ করে) অগ্নিঃ অশ্মসু (প্রস্তর সমূহে অগ্নি) পুরুষেষু অন্তঃ (মানুষের ভিতরে অগ্নি) অগ্নয়ঃ (অগ্নি সমূহ) গোষু অশ্বেষু (গোসমূহও অশ্বসমূহে)।

বঙ্গানুবাদ ঃ- অগ্নি ভূমিতে, ওষধিসমূহে; জল অগ্নিকে ধারণ করে। অগ্নি প্রস্তর সমূহেও (বিদ্যমান)। অগ্নি মানুষের অন্তরে; অগ্নি গো ও অশ্বসমূহেও (বিদ্যমান)।

Eng Trans :- Agni (= fire) is in the earth, in the herbs; the waters bear Agni; Agni is in stones, Agni is within human beings; in cows and horses, there are Agni.

ভাবার্থদীপ ঃ আলোচ্য মন্ত্রে অগ্নির বিশ্বরূপ পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ করছেন ঋষি। ভূমিতে অগ্নি, অগ্নি বৃক্ষলতায়, অগ্নি জলে (আপঃ) অশ্ম অর্থাৎ পাথরের মধ্যেও অগ্নি। অগ্নি জীবের ভিতরে দাহাগ্নি এবং তেজরূপে বিদ্যমান। আগুন গোঅশ্বাদি প্রাণিসকলের মধ্যেও সদাবিদ্যমান। অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম বস্তুর অণুপরমাণুতে অগ্নি নানারূপে পরিব্যাপ্ত। এজন্যে নিরুক্তকাররা অগ্নিকেই একমাত্র দেবতা মনে করেন। ঋগ্বেদের অতিপ্রসিদ্ধ **'ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুঃ-'** (১/১৬৪/৪৬) মন্ত্রটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা বলেন — অগ্নিই এই মহান্ আত্মা। মেধাবিগণ তাকেই নানারূপে বলে থাকেন। **"ইমমেবাগ্নিং মহান্তমাত্মানম্ একমাত্মানং বহুধা বদন্তি"**। (নি.৭/১৮/২)। অগ্নি শুধু পৃথিবীলোকে নয়, দ্যুলোকে সূর্যরূপে, অগ্নি অন্তরিক্ষলোকেও। হব্যবাহন অগ্নিতে মর্ত্যধর্মা মানুষ আহুতি দিয়ে দেবতাদেরকে সন্তুষ্ট করে। ১৯-২১ নং মন্ত্রে পৃথিবী বন্দনাতে অগ্নিস্তুতি দেখে *Bloomfield* এর ভ্রূ কুঞ্চিত। তিনি মন্তব্য করেন এ সব মন্ত্র আলগাভাবে পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে—"The connection of these stanzas with the body of the hymn is a loose one. Agni, not the earth is their primary subject" (*Hymns of the AV*, SBE, Vol-XLII, P-641).

আপাতদৃষ্টিতে এই মন্তব্যে দোষ নেই। কিন্তু তলিয়ে দেখলে তাঁর মতকে গ্রহণ করা যায় না। অগ্নির সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পার্থিবসভ্যতার স্ফুরণ অগ্নি-প্রজ্জ্বলনের প্রক্রিয়া থেকেই। অগ্নিই পৃথিবীর সভ্যতার বর্তিকাবাহক। তিনি তাই মানুষের প্রথম দেবতা (**অগ্নি র্বৈ দেবানামবমঃ**, ঐ. ব্রা. ১ম অধ্যায়)। তিনিই মানুষের হবিঃ বহন করে নিয়ে যান দেবতাদের কাছে (**স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি**, ঋগ্বেদ-১/১/৩) তিনিই দেবতাদেরকে মানুষের যজ্ঞে নিয়ে আসেন (**স দেবাঁ এহ বক্ষতি**। ঋগ্বেদ ১/১/২) মানুষ-অগ্নি-পৃথিবী এরা একে অন্যের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত। যাস্ক অগ্নিকে পৃথিবী স্থানের দেবতা বলেই তাকে প্রথম ব্যাখ্যা করেন (**অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানঃ তং প্রথমং ব্যাখ্যাস্যামঃ**; নি. ৭/১৪/২)। বৈদিক সম্প্রদায়গণ যা বলতে চান তা হল অগ্নিতো শুধু 'পার্থিব' জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড নয়, তা জীবনের, পৃথিবীর অন্তর্গত অত্যাবশ্যক সমস্ত প্রাণময়

সত্তার সংবন্ধ উপাদান, যার জন্যে জীব বেঁচে থাকে, **প্রাণিত হয়**। আর এই প্রাণের পরশ তো পৃথিবীতেই ধৃত। সূর্যকান্ত এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন "Agni, here does not appear to convey the sense of fire..... it seems to be the essential element, of life, lustre and stability in all the elements as well as the earth. (*An Analysis of Bhūmisūkta*, P-355). এই পৃথিবী অগ্নির ধর্মেই প্রাণময়— তাই সব দিক থেকে বিচার করলে এখানে ত্রিলোকবিচারিণী অগ্নি-বন্দনা 'loose one' যে নয়, রীতিমতো তাৎপর্যমণ্ডিত— তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

বিভ্রতি— √ভৃ (ভৃঞ্ ভরণে) লট্ ১মপু. ১বচন।

অশ্মসু ঃ— অশ্মন্ (প্রস্তর) ৭মীর বহুবচন।

ভূম্যামোষধীষ্বগ্নিমাপঃ ঃ— ভূম্যাম্+ওষধীষু+অগ্নিম্+আপঃ

গোষ্বশ্বেষ্বগ্নয়ঃ — গোষু+অশ্বেষু+অগ্নয়ঃ।

॥২০॥ (বৃহতীচ্ছন্দঃ)

অগ্নির্দিব আতপত্যগ্নের্দেবস্যোর্ঽন্তরিক্ষম্।

অগ্নিং মর্তাসঃ ইন্ধতে হব্যবাহং ঘৃতপ্রিয়ম্ ॥২০॥

অন্বয় ঃ- অগ্নিঃ (অগ্নি সূর্যরূপে) দিবঃ আতপতি (দ্যুলোক তপ্ত করেন) দেবস্য অগ্নেঃ (অগ্নি দেবতার) উরু (বৃহৎ) অন্তরিক্ষম্ (অন্তরিক্ষ লোক) মর্তাসঃ (সেই মানুষেরা) অগ্নিম ইন্ধতে (অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে) হব্যবাহম্ ঘৃতপ্রিয়ম্ (হবির্বহনকারী এবং ঘৃতপ্রিয়কে)।

বঙ্গানুবাদ ঃ- অগ্নি (সূর্যরূপে) দ্যুলোক তপ্ত করেন; অন্তরিক্ষলোকও অগ্নিদেবতার (স্থান)। (মর্তের) মানুষেরাও হবিবর্হনকারী এবং ঘৃতপ্রিয় অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে।

Eng Trans :- Agni (= Fire) (as the Sun) heats the heaven; the wide atmosphere (i.e the sky) is also (the place) of god Agni. Mortal beings kindle Agni (i.e fire) (who is) oblation bearer and ghee-lover.

ভাবার্থদীপ ঃ- আলোচ্য মন্ত্রে অগ্নির বিশ্বরূপ পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ করছেন ঋষি। ভূমিতে অগ্নি, অগ্নি বৃক্ষলতায়, অগ্নি জলে (আপঃ) অশ্ম অর্থাৎ পাথরের

মধ্যেও অগ্নি। অগ্নি জীবের ভিতরে দাহাগ্নি এবং তেজরূপে বিদ্যমান। আগুন গোঅশ্বাদি প্রাণিসকলের মধ্যেও সদাবিদ্যমান। অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম বস্তুর অণুপরমাণুতে অগ্নি নানারূপে পরিব্যাপ্ত। এজন্যে নিরুক্তকার বা অগ্নিকেই একমাত্র দেবতা মনে করেন। বাকি অংশের জন্য ১৯ নং মন্ত্রের ভাবার্থদীপ দ্রষ্টব্য।

ব্যাকরণগত টিপ্পণী ঃ

আতপতি — আ-√তপ্ (তপ্তকরা) লট্ তি।

উরু ঃ— প্রচুর/বৃহৎ অর্থে বেদে বহুব্যবহৃত প্রসিদ্ধ প্রয়োগ।

ইন্ধতে ঃ— √ইন্ধ্ (প্রজ্জ্বলিত করা) লট্ (আত্ম) ১মপু. বহুবচন।

হব্যবাহম্ ঃ— হব্যং বহতি যঃ স ইতি হব্যবাহ; উপপদ তৎপু., ২য়া ১বচন।

ঘৃতপ্রিয়ম্ ঃ— ঘৃতং প্রিয়ং যস্য স ইতি ঘৃতপ্রিয় - বহুব্রীহি, ২য়া ১বচন।

দেবস্যোর্ঽন্তরিক্ষম্ ঃ— দেবস্য+উরু+অন্তরিক্ষম্। প্রথমে প্রশ্লিষ্ট সন্ধিতে ওকার প্রাপ্তি, (অ+উ=ও, **তথা উকারোদয় ও-কারম্**, ঋ.প্রা. ২/১৭), এবং দ্বিতীয় ক্ষৈপ্র সন্ধিতে ব আসবে (উ+অ=ব, **সমানাক্ষরমন্তঃস্থাং স্বামকণ্ঠ্যং স্বরোদয়ম্**, ঋ.প্রা. ২/২১ পা. সূ. ঃ— **ইকো যণচি** এর সমতুল্য) ক্ষৈপ্র সন্ধির ক্ষেত্রে যেহেতু রু (উরু) একটি স্বতন্ত্র স্বরিত এবং তারপর অ (অন্তরিক্ষম্) উদাত্ত - অতএব উভয়ের মিলনে ক্ষৈপ্রসন্ধিতে একটি কম্পস্বরের আগম হবে। যেহেতু স্বতন্ত্র স্বরিতটি হ্রস্বস্বর সেহেতু কম্পন অল্পহবে-তাই ঠিক তার পরেই ১ চিহ্ন (উপরে উদাত্ত নীচে অনুদাত্ত) স্বরচিহ্ন সহ বসাতে হয়। (স্বতন্ত্র স্বরিত দীর্ঘহলে চিহ্নটি ৩ হতো) এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ বৈদিক সংকলন গ্রন্থের (২য় খণ্ড) পৃ-১২-১৩ তে প্রদত্ত হয়েছে।

মর্তাসঃ— মর্ত+জস্+অসুক্ (অস্)=মর্তাসঃ। মর্ত এই পুংলিঙ্গ প্রাতিপদিকের উত্তর ১মার বহুবচন হলে 'মর্তাঃ হয়। কিন্তু বেদে বহুক্ষেত্রে অকারান্ত পুংলিঙ্গ প্রাতিপদিকের ১মার বহুবচনে অস্ (অসুক্) এর আগম হয় জসের সঙ্গে। এজন্যে মর্তাঃ এবং মর্তাসঃ- দুটি রূপই বেদে সিদ্ধ। অন্যান্য রূপ-জনাসঃ **অশ্বাসঃ রথাসঃ** ইত্যাদি বেদে প্রচুর। এজন্যে পাণিনি সূত্র — **আজ্জসেরসুক্**। এজন্য ১ম খণ্ডের দেবাসঃ (পৃষ্ঠা-৬২) দ্রষ্টব্য।

দিবঃ— দিব্ শব্দের ষষ্ঠী ১মবচন।